রাঁচি, বৃহস্পতিবার

19:10:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

ঘরে-বাইরে 7 বাইডেনের সঙ্গে বুধবারের বৈঠক...
ঝাড়খন্ড 5 রাজ্যের ৬৯৫৩ টি দুর্গাপূজা ..
সম্পাদকীয় 4 ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন .
প্যালেস্টানিয়ান ইসলামিক....

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>019 >>01 Kartik 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০১৯ >> << ০১লা, কার্ত্তিক ১৪৩০>>

ইসরাইলের বিমান হামলায় গাজার এক হাসপাতালে কয়েক শ মানুষ নিহত

গাজা : হামাস বলছে, ইসরাইলের ব্যাপক বিমান হামলায় গাজা সিটির এক হাসপাতালে অন্তত ৫০০ মানুষ নিহত হয়েছে। গাজার বেসামরিক প্রতিরক্ষার একজন প্রধান আল জাজিরা টিভিকে বলেন, আল আহলি আল আরাবি হাসপাতালে হামলায় ৩০০র বেশি মানুষ নিহত হয়। ইসরাইলের সাম্প্রতিক হামলাগুলোর মধ্যে এ নাগাদ এটিই সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা। হামাস বলছে, নিহতদের বেশিরভাগ গৃহহীন মানুষ যার মধ্যে রোগী, নারী এবং শিশু রয়েছে। ইসরাইলের সেনাবাহিনী বলছে, তাদের কাছে ঐ হামলা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেই। ইসরাইল বলছে, তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। দক্ষিণ গাজার কাছেও বিমান হামলা চালানো হয়। কেন্দ্রীয় গাজায় এক শরণার্থী শিবিরে বোমা হামলায় হামাসের এক শীর্ষ কমান্ডার নিহত হয়। রাফার একটি হাসপাতাল বলছে, সেখান থেকে সবাইকে সরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদিও ইসরাইল ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের ঐ শহরে আশ্রয় নিতে বলেছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঐ হাসপাতালের ওপর হামলার কড়া নিন্দা জানিয়েছে। ঐ হাসপাতালে রোগী, চিকিৎসক এবং গৃহহীন মানুষ ছিল।

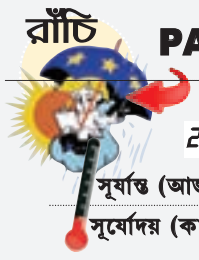

বাজার দর

SENSEX : 65877.02 -551.07
NIFTY : 19671.10 -140.41

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	19.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .19 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .47 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইসরাইলহামাস যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহে অন্তত এক ডজন সাংবাদিক নিহত

লেবাননঃ ইসরাইলহামাস যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহে ক্রসফায়ারে পড়ে কমপক্ষে এক ডজন সাংবাদিক নিহত এবং কয়েকজন আহত বা হয়রানির শিকার হয়। অন্য অনেকের মধ্যে রয়টার্সের ভিডিও সাংবাদিক ইসাম আবদুল্লাহ শুক্রবার দক্ষিণ লেবাননের সীমান্তের কাছে লাইভ রিপোর্ট করার সময় নিহত হন। একই হামলায় রয়টার্স, আল জাজিরা ও এএফপির দুজন করে সাংবাদিক আহত হয়েছেন। গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাস জঙ্গিরা হামলা চালানোর পর থেকে এ পর্যন্ত উভয় পক্ষের চার হাজারেরও বেশি লোক নিহত হয়েছে। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) জানিয়েছে, আবদুল্লাহসহ ১২ জন সাংবাদিক হামলা ও পাল্টা আক্রমণের খবর সংগ্রহকারী সাংবাদিক ছিলেন। সিপিজে এখন পর্যন্ত ১০ জন ফিলিস্তিনি, একজন ইসরাইলি এবং একজন লেবাননের সাংবাদিকের তথ্য নথিভুক্ত করেছে। নিউইয়র্কভিত্তিক সংস্থাটি জানিয়েছে, আরও অন্তত দুজন সাংবাদিক নিখোঁজ রয়েছেন। ইসরাইলে জাতিসংঘের দূত গিলাদ এরদান শুক্রবার বলেন, ইসরাইল কখনোই কোনো সাংবাদিককে আঘাত করতে বা হত্যা করতে বা গুলি করতে চাইবে না। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময় এটি ঘটে যেতেই পারে। রয়টার্স এবং এএফপি উভয়ই এই ঘটনার তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে। কাতারের সম্প্রচারমাধ্যম আল জাজিরা বলেছে যে তারা ইসরায়েলকে আইনী ও নৈতিকভাবে দায়ী বলে মনে করে। ব্রডকাস্টারটি ২০২২ সালে পশ্চিম তীরে তাদের সংবাদদাতা শিরিন আবু আকলেহকে হত্যার কথা উল্লেখ করে। তিনি দায়িত্ব পালনের সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। গণমাধ্যম ও মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর তদন্তে দেখা গেছে, ইসরাইলি স্নাইপারের আঘাতে তিনি নিহত হন। ইসরাইল পরে আমেরিকান ফিলিস্তিনি সাংবাদিককে গুলি করার জন্য ক্ষমা চায়। তবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সমর্থকরা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য হোয়াইট হাউসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। অন্য একটি ঘটনায় বিবিসি জানিয়েছে, ইসরাইলে দায়িত্ব পালনের সময় তাদের কয়েকজন সাংবাদিক হয়রানির শিকার হয়েছেন। শুক্রবারের ভয়াবহ হামলার পর জাতিসংঘের এক মুখপাত্র সাংবাদিকদের সুরক্ষা এবং তাদের কাজ করার অনুমতি দিতে হবে বলে মন্তব্য করেন।

যুক্তরাষ্ট্র ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর
পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের প্রবেশাধিকার সীমিত হবে

নিউ ইয়র্ক : দ্য কমপ্যাক্টস অফ ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন উইথ পালাউ, ফেডারেশন স্টেটস অফ মাক্রোনেশিয়া এবং মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ গুয়ামে যুক্তরাষ্ট্রের এলাকা এবং উত্তর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের চারপাশের এলাকার সাথে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের একটি বিশাল জায়গায় যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।

সোমবার সন্ধ্যায় মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ এবং যুক্তরাষ্ট্র একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এটি ওয়াশিংটনকে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং দ্বীপের আঞ্চলিক জলসীমায় চীন ও অন্যান্য দেশগুলোর প্রবেশাধিকার অনুমোদন না করার অধিকার দেবে।

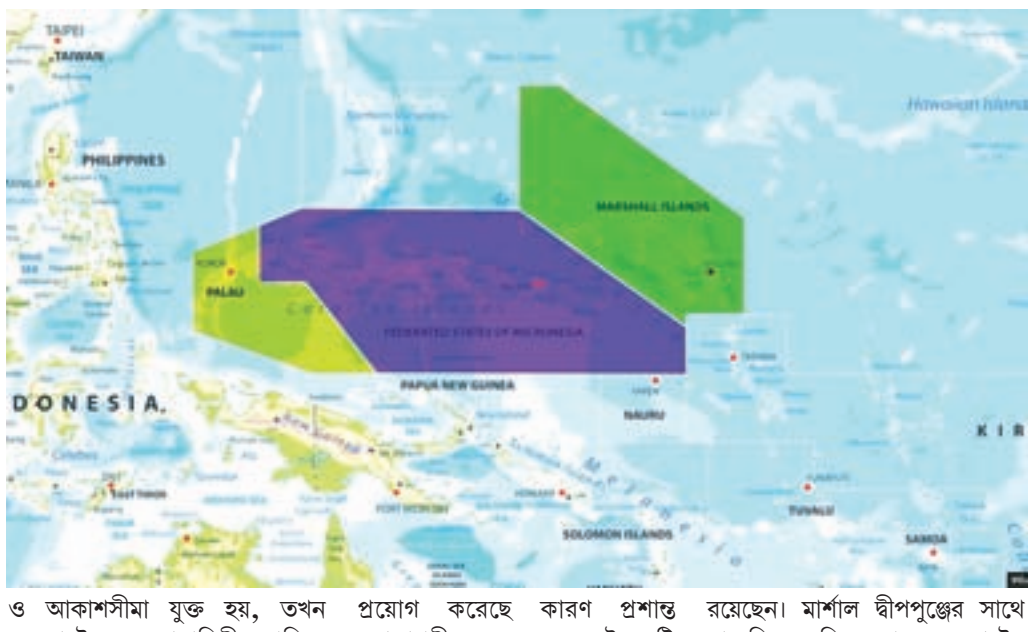

চুক্তি অনুযায়ী, ওয়াশিংটন ২০ বছরে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জকে ২৩০ কোটি ডলার অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করবে। বিনিময়ে ওয়াশিংটন মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশের ২১ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকায় প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করতে পারবে। এর সাথে যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল গুয়াম এবং উত্তর মারিয়ানাসের জলসীমা ও আকাশসীমা যুক্ত হয়, তখন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল একটি অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে। এই নিয়ন্ত্রণ এমন এক সময়ে লাভ করছে যখন চীন এই অঞ্চলে তার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে।

গত দশ বছর ধরে বেইজিং মার্শাল এবং পালাউএর সরকারের ওপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করেছে কারণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এই দুটি দ্বীপরাষ্ট্র তাইওয়ানকে কূটনৈতিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। বেইজিং স্বশাসিত দ্বীপ তাইওয়ানকে নিজস্ব অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে। পালাউ প্রেসিডেন্ট সুরঞ্জেল হুইপস জুনিয়র ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেছেন, তিনি বেইজিংএর ক্রমাগত চাপের মধ্যে রয়েছেন। মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির পর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসকে তিনটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রের জন্য তহবিল অনুমোদনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। বাইদেন প্রশাসন আগামী বিশ বছরে তিনটি দেশের জন্য প্যাকেজ তহবিল হিসেবে ৭১০ কোটি ডলার চাইছে। এটি কমপ্যাক্ট অফ ফ্রি এসোসিয়েশন নামে পরিচিত।

হাউজ স্পীকারের প্রথম ভোটে জিম জর্ডান পরাস্ত

নিউ ইয়র্ক : রিপাবলিকানদের সমর্থনকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিনিধি পরিষদের কট্টরপন্থি রক্ষণশীল সদস্য জিম জর্ডান হাউজের স্পীকার হবার জন্য প্রয়োজনীয় ভোট পেতে ব্যর্থ হয়েছেন। মঙ্গলবার প্রতিনিধি পরিষদে , জর্ডান ২০০ ভোট পান কিন্তু ২০ জন রিপাবলিকান অন্যান্যদের জন্য ভোট দেন। ডেমক্র্যাটরা তাদের প্রার্থী হাকিম জেফ্রির ব্যাপারে একতাবদ্ধ ছিলেন। তিনি পান ২১২ ভোট। তার পর হাউজ বিরতিতে যায়। এই ১১৮তম কংগ্রেসর সদস্য হবার জন্য একজন প্রার্থীর ২১৭টি ভোট প্রয়োজন। কোন কোন রিপাবলিকান সম্ভাব্য বিকল্প প্রার্থীর কথা বলছেন, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রতিনিধি পরিষদের রিপাবলিকান সদস্য টম কোল এবং তিন নম্বরে রয়েছেন টম এমার। অন্যান্য রিপাবলিকানরা এ রকম পরামর্শ দিয়েছেন যে অস্থায়ী স্পীকার প্যাট্রিক ম্যাকহেনরিকে সরকারী অর্থায়ন অনুমোদনের জন্য ১৭ই নভেম্বরের সময়সীমা পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতা বর্ধিত করা হোক। জর্ডানকে নিয়ে বেশ বিভাজন রয়েছে ক্যাপিটল হিলে । তিনি হয়ত এমন তৃতীয় প্রার্থী হতে পারেন যিনি রিপাবলিকান পার্টিকে একতাবদ্ধ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। দু সপ্তাহ আগে সাবেক স্পীকার কেভিন ম্যাকার্থীকে সরিয়ে দেয়ার পর থেকে প্রতিনিধি পরিষদ নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। পরে রিপাবলিকানদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সমর্থন না পাবার কারণে কংগ্রেসম্যান স্টিভ স্ক্যালিজ তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নেন।

ব্রাসেলসে পুলিশের গুলিতে সন্ত্রাসী হামলার সন্দেহভাজন বন্দুকধারী নিহত

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) : বেলজিয়াম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাজধানী ব্রাসেলসে সোমবারের ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় সন্দেহভাজন বন্দুকধারী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার নগরীর শেরবিক এলাকা থেকে সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা অপেশাদার ভিডিওতে দেখা যায়, কমলা রঙের পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি স্কুটারে চড়ে ব্যস্ত রাস্তায় বন্দুক বের করে পথচারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। হামলায় দুই সুইডিশ নাগরিক নিহত এবং তৃতীয় এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। সন্দেহভাজন বন্দুকধারী ৪৫ বছর বয়সী এক তিউনিসীয় নাগরিক, যিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে হামলার দায় স্বীকার করেছেন। তিনি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস) থেকে অনুপ্রাণিত বলেও জানান। মুসলিমদের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন পুড়িয়ে দেয়ার পর গত আগস্টে সুইডেন তাদের সন্ত্রাসী সতর্কতা ব্যবস্থাকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করে। সেই ঘটনায় ইসলামি চরমপন্থীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ বলছে, ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধের সঙ্গে এই হামলার কোনো সম্পর্ক নেই।

নিষেধাজ্ঞা ট্রাম্পের আইনজীবীরা যে কোনও বিধিনিষেধের বিরোধিতা করেন

ট্রাম্পের বক্তব্যের ওপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারক

নিউ ইয়র্ক : ওয়াশিংটনের একজন ফেডারেল বিচারক সোমবার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আংশিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। এতে ২০২০ সালের পুনঃনির্বাচনে তার পরাজয় অবৈধভাবে বাতিল করার চেষ্টা করার অভিযোগ নিয়ে তার আসন্ন বিচার সম্পর্কে তার বক্তব্য সীমিত করা হয়েছে। বিচারক তানিয়া চুটকান ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পকে প্রসিকিউটর, সম্ভাব্য সাক্ষী এবং বিচারকের কর্মীদের আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখেন। বিচার বিভাগের বিশেষ কৌঁসুলি জ্যাক স্মিথ এই আদেশের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দেখান, যে তার, বিচারক এবং সম্ভাব্য সাক্ষীদের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের আক্রমণ আদালত ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা কেড়ে নেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করেছে। মার্চে শুরু হতে যাওয়া মামলার সম্ভাব্য জুরিদের তা ভয় দেখাতে পারে।

ট্রাম্পের আইনজীবীরা যে কোনও বিধিনিষেধের বিরোধিতা করেন। তারা এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারেন। চুটকান ট্রাম্পের বিচার বিভাগের সমালোচনা করা বা তাঁর প্রেসিডেন্ট প্দ পুনরুদ্ধারে বাধা দেয়া হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা দিয়ে, এমন কোন বক্তব্য দেয়ায় বিধিনিষেধ আরোপ করেনি।

ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারাভিযান চুটকানের রায়কে চরম ঘৃণ্য এবং আমাদের গণতন্ত্রের হৃদয়ে আটকে থাকা আরেকটি পক্ষপাতদুষ্ট ছুরি বলে অভিহিত করেছে। চুটকানের রায়ের আগে যুক্তিতর্কে ট্রাম্পের আইনজীবী জন লরো প্রসিকিউটরদের বিরুদ্ধে প্রচারণার মাঝখানে একজন রাজনৈতিক প্রার্থীকে সেন্সর করার চেষ্টা করার অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু বিচারক তাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ট্রাম্পের যা খুশি তা বলার এবং করার অধিকার নেই।

বোনাসের দাবিতে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন চা বাগানে বিক্ষোভে শ্রমিকেরা

জলপাইগুড়ি ঃ ২০ বোনাস সহ বাগানের ১০ দফা দাবিতে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের করলা ভ্যালি চা বাগানের শ্রমিকরা বিপুল সংখ্যায় জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ সভা সংগঠিত করলেন। চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন করলাভ্যালি ইউনিটের ডাকে এই বিক্ষোভ সভায় মহিলা শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।মিটিং না করার জন্য কর্তৃপক্ষের হুমকি উপেক্ষা করেই এই জমায়েত সংগঠিত হয়। একই ভাবে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝার চা বাগানের শ্রমিকরা ও জয়পুর বাগানের শ্রমিকরা গেট বিক্ষোভে মিলিত হন। রাজনৈতিক মতভেদকে দূরে রেখে শাষকদলের শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরাও ঐক্যবদ্ধ ভাবে শ্রমিকদের স্বার্থে লড়াই এ সামিল হন।ভান্ডিগুড়ি চা বাগানের শ্রমিকরাও সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যায় জমায়েত হতে থাকেন বিক্ষোভ সভায়।২০ বোনাসের দাবির পাশাপাশি কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করে আসা শ্রমিকদের জমির অধিকার না দিয়ে চা বাগানের জমি লুঠের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব হন শ্রমিকরা। সম্প্রতি দার্জিলিং এর বাগানে জমি লুঠে চক্রান্ত ধরে ফেলায় জমি মাফিয়াদের সাথে বচসায় জড়িয়ে আক্রান্ত হন চা শ্রমিকরা। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার চা শ্রমিকদের বঞ্চিত করছে ছলে বলে কৌশলে।জমির অধিকার, ন্যূনতম মজুরির দাবি ও বাগান ভিত্তিক শ্রমিকদের দাবি বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে। বক্তারা বলেন, বিগত বছরে ২০ বোনাস দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে চূড়ান্ত হয় কিন্তু এবার মালিক পক্ষ কোনো যুক্তি ছাড়াই ৮.৩৩ বোনাস প্রদানের কথা বলেছেন বলে অভিযোগ চা বাগান শ্রমিকদের।চা শিল্পের ক্রমোন্নতি স্বত্বেও মালিক পক্ষের এমন প্রস্তাব সমগ্র শিল্পে শ্রমিকদের ক্ষুব্ধ করেছে। সভা থেকে ঘোষণা করা হয় সরকার ও মালিকের অশুভ আঁতাত ভেঙে ভবিষ্যতে চা শ্রমিকরা বৃহত্তর আঃদালনে যাবেন। এদিন বিভিন্ন চা বাগানের সভা গুলোতে বক্তব্য রাখেন চা শ্রমিক নেতা প্রফুল্ল লাকড়া, অমল নায়েক,গোবিন ওরাও, ধ্রুবজ্যোতি গাঙ্গুলী, প্রমুখ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

ইস্টার্ন বাইপাসে একটি সাইকেল চাপা দিয়ে চালক পালিয়ে যায়

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি সংলগ্ন ইস্টার্ন বাইপাসে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর।মৃতের নাম দীপু রায়।ইসকন মন্দির রোডের বাসিন্দা।জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে গ্যারেজে কাজ সেরে দীপু রায় সাইকেলে করে বাড়িতে ফিরছিলেন।সেইসময় ইস্টার্ন বাইপাসের কাছে অপর দিক থেকে আসা একটি দ্রুত গতির চারচাকা গাড়ি সাইকেল আরোহী ব্যক্তিকে সজোরে ধাক্কা মারে।যার জেরে সাইকেল আরোহী গাড়ির নীচে আটকে যায়।এই অবস্থায় প্রায় ২০০ মিটার টেনে নিয়ে যায় গাড়িটি।ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ব্যক্তির।এদিকে সুযোগ বুঝে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় গাড়ির চালক।

অত্যাচার করতো ছেলে।অতিষ্ট হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছেলেকে খুন করলো বাবা

শিলিগুড়ি ঃ অত্যাচার করতো ছেলে।অতিষ্ট হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছেলেকে খুন করলো বাবা।মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর চা বাগান এলাকার ঘটনা।ছেলের খুনের অভিযোগ অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।ধৃতের নাম কুটনু সবর(৫৫)।জানা গিয়েছে, কুটনু সবরের ছেলে বিশাল সবর সবসময় নেশাগ্রস্থ অবস্থায় থাকতো।প্রতিদিনই মা বাবার সঙ্গে ঝামেলা এবং মারধরের ঘটনা ঘটতো।কিছুদিন আগেও নেশাগ্রস্থ অবস্থায় বাবার সঙ্গে বচসা ও মারধর করে বলে অভিযোগ।সেইসময় গুরুতর জখম হয়েছিলেন কুটনু সবর।এই ঘটনার পর গতকাল ফের নেশা করে বাড়িতে অত্যাচার শুরু করে।সেইসময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছেলের গলায় কোপ দেয় বাবা।ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ছেলের।এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ।মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।এরপর ছেলেকে খুনের অভিযোগে বাবাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।আজ তাকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দিল্লিতে কোনো ধর্না নয়, নথিপত্র সঠিক হলে পিআইএল দায়ের করে মনরেগার টাকা ফেরত নিক, তৃণমূল নওশাদ সিদ্দিকী

জলপাইগুড়ি ঃ সরকার আমাদের করের টাকা দিয়ে বিভিন্ন উপকারী স্কিম চালায়, আবাসন প্রকল্প এবং MGNREGA স্কিম ও এই সরকারি প্রকল্পের মধ্যে একটি। কিন্তু রাজ্য সরকার এই স্কিমগুলিতে কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করেছেন এবং কেন্দ্র তার অনুমোদন আটকে রেখেছে। এখন ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস জনসমর্থন পেতে দিল্লিতে ধর্নার ভান করছে। এমনটাই জানালেন আইএসএফ নওসাদ সিদ্দিকী। আজকাল তিনি উত্তরবঙ্গ সফরে রয়েছেন। সোমবার জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি তে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। MGNREGAতে গরিব শ্রমিকরাও প্রতারিত হয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতির কারণে মনরেগা কর্মীরা টাকা পাচ্ছেন না। এখন তিনি দিল্লিতে গিয়ে ধর্নার ভান করছেন যাতে তিনি তৃণমূল থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেন। আমি স্পষ্টভাবে বলছি যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের বকেয়া বন্ধ করতে পারবে না। তার কাছে সঠিক নথি থাকলে তাকে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে। তারা যদি মামলা করতে ভয় পায় তাহলে ফিরে আসা উচিত। আমরা আইনজীবীদের সাথে কথা বলব এবং প্রয়োজনে এই নাগরিকদের পক্ষে পিআইএল দায়ের করব।

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে দশমীতে, ১৫৮ তম বর্ষে পদার্পণ করল জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো

ডায়মন্ডহারবার (সুদেষ্ণা মন্ডল) ঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ।ইয়া দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ। পুজোর ঢাকে কাটি পড়ে গিয়েছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো কার্যত বাঙালি দোরগোড়ায়। হাতে বাকি মাত্র কয়েকটা দিন। পুজো পুজো গন্ধ বাংলার আকাশে বাতাসে অলিতে গলিতে। চলছে জোড় কদমে প্রস্তুতি। জমিদারি কথা আর নেই কিন্তু জমিদার বাড়ির পুজোতে কোনরকম খামটি রাখতে চাইছে না পরিবারের সদস্যরা।জমিদারি আর নেই। রয়ে গিয়েছে জমিদারের বৈঠকখানা, ঘরদালান, জমিদারি আমলের লোহার সিন্দুক, আরও কত কী! সবই আজ ইতিহাস। সেই ইতিহাসেরই এক নীরব সাক্ষী ডায়মন্ড হারবারের বারদ্রোণ গ্রামের মণ্ডলদের জমিদার বাড়ি। মণ্ডল বাড়িতে জোরকদমে চলছে পুজো প্রস্তুতি। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে জমিদার গোলকচন্দ্র মণ্ডলের জীবদ্দশায় মণ্ডলবাড়িতে শুরু হয় উমার আরাধনা। প্রথম থেকেই মণ্ডল বাড়িতে একচালা প্রতিমা। আগে মাটির সাজের দেবী দুর্গার আরাধনা হত। সাতের দশক থেকে প্রতিমার ডাকের সাজ শুরু হয়। রথযাত্রাতে হয় কাঠামো পুজো। ষষ্ঠীর দিন বেলতলায় দেবীর বোধন। পরিবারের কুলদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির রয়েছে দুর্গাদালানের পাশেই। সেই মন্দির থেকে কুলদেবতাকে সিংহাসনে বসিয়ে দুর্গাদালানে দেবী দুর্গার পাশে আনা হয়। পুজোর চারদিন গৃহদেবতারও পুজো হয়। সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে দশমীতে। অষ্টমীতে কুমারী পুজোর রীতি রয়েছে। জমিদার আমলে সন্ধিপুজোয় হত গানফায়ার। বর্তমানে তা আর হয় না। আগে রেওয়াজ ছিল পাঁঠাবলির।রীতি মেনে পরিবারের সবচেয়ে প্রবীণ দম্পতি পুজোয় উপবাস করেন। তৎকালীন হাজিপুরের (অধুনা ডায়মন্ড হারবার) বারদ্রোণ গ্রামের বাসিন্দা অযোধ্যা রামের পৌত্র গোলকচন্দ্র মণ্ডল। সেই সময় মণ্ডল পরিবার ছিল পুরোমাত্রায় ব্যবসায়ী। ধান, চাল, নুন ও সাবানের ব্যবসায় ক্রমেই ফুলেফেঁপে উঠেছিল পরিবারটি। ব্যবসার মুনাফার টাকায় একের পর এক জমি কিনেছিলেন বংশধরেরা। পাশ্ববর্তী সরবেড়িয়া, ঘটকপুর, বাজারবেড়িয়া, তালডাঙা, লালবাটি, বদরতলা, রামচন্দ্রপুর, কালিনগর, বাহাদুরপুর গ্রামে প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক মণ্ডল পরিবার। শুধু তাই নয়, লাট অঞ্চলের ছয়ের ঘেরি, এগারোর ঘেরি, পিঁপড়েখালি সহ বহু জায়গায় বিস্তার লাভ করে তাঁদের জমিদারী। সেসময় পালকি চেপে লাট অঞ্চলে জমিদারী দেখাশোনা করতে যেতেন তাঁরা। পুকুরঘাট, কাছারিবাড়ি, বিশাল দুর্গাদালান তো ছিলই, তৈরি হয়েছিল জমিদারের নায়েব, গোমস্তাদের কাজের জন্য একাধিক ঘর। ঘরের পুরু দেওয়ালে ছিল রকমারি সব কারুকাজ। সমগ্র বাড়িতে ছিল ৩৩ টি কক্ষ। দারোয়ান, জমিদারের পালকি বাহকদের জন্যও আলাদা ঘরের ব্যবস্থা ছিল।কাছারিবাড়ির মূল প্রবেশপথের উঁচু তোরণের উপরে দু'পাশে মুখোমুখি দু'টি সিংহমূর্তি। আর ফটকের ঠিক উপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি। সদর দরজার পূর্বদিকে লম্বা বারান্দা। জমিদারের কাছারিবাড়িতে ঢোকার মূল ফটকের দু'দিকে থাকত গাদা বন্দুকধারী দুই দারোয়ান। জমিদার বাড়িতে টাকাপয়সা ও সোনাদানা রাখার জন্য ছিল বড় বড় চারটি লোহার সিন্দুক। ওই সিন্দুকের পাশে রাখা থাকত কাতান। ডাকাতির সময় যাতে ওই কাতান সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করতে পারা যায়। সে এক রূপকথার গল্প। আজও জমিদার বাড়ির সেসব চিহ্নের কিছু কিছু অবশিষ্ট।পরিবারের সদস্য নচিকেতা মণ্ডল জানান, এবছর আমাদের দুর্গাপুজো ১৫৮ তম বর্ষে পদার্পণ করল। জমিদারি আমলে নবমীতে নরনারায়ণ সেবায় দইচিঁড়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা ছিল। গেঁয়োখালি থেকে হুগলি নদীপথে নৌকায় মণ মণ দই হাঁড়ার ঘাট হয়ে বোলসিদ্ধির খালপথে আসত বারদ্রোণ গ্রামে। বস্তা বস্তা চিঁড়ে তালপুকুরের জলে ভিজিয়ে স্নানের ঘাটে চাটাই বিছিয়ে তাতে রেখে মেশানো হত হাঁড়ির পর হাঁড়ি দই আর চিনি। আজ সেসব ইতিহাস। পরিবারের সদস্যদের অনেকেই এখন কর্মসূত্রে দেশবিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকেন। পুজোর সময় দালানবাড়িতে নিয়ম করে আসতেন সকলেই। কিন্তু করোনার কারণে গত বছর পুজোর চারদিন মণ্ডল বাড়ির সেই মিলনমেলায় পরিবারের সদস্যদের অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন। এ বছর যদিও বাড়ির পুজোয় যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে অনেকেরই। প্রতিবছর পূজো উপলক্ষে মন্ডল পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে পত্রিকা প্রকাশিত করা হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রামবাসীদের পুজোর নির্ঘণ্ট ছাড়াও পূজোর ইতিহাস লেখা থাকে। বিকাশ মণ্ডল জানান, আগে সন্ধিপুজোর সময় তিনি বাড়িতে গানফায়ার দেখেছেন। দেখেছেন পাঁঠাবলিও। কিন্তু পঞ্চাশের দশক থেকে পাঁঠাবলিও বন্ধ।

আজকের এ এফ সি কাপ ফুটবল ম্যাচের শেষে একটি বিশেষ মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা ঃ কলকাতার সমস্ত ফুটবলপ্রেমীদের জন্য আরো একটি সুখবর ! আজও সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এ এফ সি) কাপ এর ‑ ম্যাচের শেষে একটি বিশেষ মেট্রো পরিষেবা চালানো হবে। ম্যাচের শেষে বাড়ি ফেরার জন্য ফুটবলপ্রেমীদের আর দুঃশ্চিন্তা করতে হবে না। আজ ম্যাচের শেষে রাতে ইস্ট ‑ ওয়েস্ট মেট্রো করিডোরে (গ্রিন লাইন) একটি বিশেষ পরিষেবা চালানো হবে। আজকে (০২১০২০২৩) মোহনবাগান এস জি বনাম মালদ্বীপের মেজিয়া স্পোর্টস ক্লাব ‑ এর ম্যাচের শেষে সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে শিয়ালদহ অভিমুখে এই পরিষেবাটি চালানো হবে।

ফুটো ট্রান্সফরমার লাগিয়ে চলে যাওয়ার অভিযোগে বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ি ও ঠিকাদারকে আটকে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

মালদা ঃ গ্রামবাসীদেরকে বোকা বানিয়ে রাতের অন্ধকারে ফুঁটো ট্রান্সফরমার লাগিয়ে চলে যাওয়ার অভিযোগে বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ি ও ঠিকাদারকে আটকে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের।ঘটনাটি ঘটেছে আজ সোমবার সকাল ১০ টা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়াডাঙি গ্রামে।গ্রামবাসীদের অভিযোগ,প্রায় ১৫ দিন আগে ঝড়ে গ্রামের একমাত্র ট্রান্সফরমারটি পুড়ে যায়।এর ফলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গোটা গ্রাম।অপরদিকে গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে প্রায় ১২ টি টোটো চার্জের অভাবে বন্ধ রয়েছে।এতে পরিবারগুলিতে দেখা দিয়েছে অর্থ সংকট ও খাদ্য সংকট।বিদ্যুৎ দপ্তরে বারবার আবেদন নিবেদন করার পর রবিবার সন্ধ্যায় ঠিকাদার ফুটো ট্রান্সফরমারটি লাগিয়ে চলে যায় বলে অভিযোগ।সকালে দেখেন ট্রান্সফরমার তলা থেকে তেল চুয়ে পড়ছে।এতে শর্টসার্কিট হয়ে বড়োসড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে অনুমান।

আজ সকালে ঠিকাদার ও বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ট্রান্সফরমার বিদ্যুৎ চার্জ করতে আসলে গ্রামবাসীরা রাস্তায় বাঁশের ব্যারিকেট দিয়ে তাদেরকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।ঠিকাদার আগামীকাল নতুন ট্রান্সফরমার লাগিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলে তবেই গ্রামবাসীদের কাছ থেকে মুক্তি পান।

স্কুল পড়ুয়াদের মন থেকে কুসংস্কার দূর করতে বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করলো পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

মালদা ঃ স্কুল পড়ুয়াদের মন থেকে কুসংস্কার দূর করতে বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করলো পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মালদা শাখার কর্মকর্তারা। রবিবার ইংরেজবাজার ব্লকের বিভিন্ন হাইস্কুলের প্রায় দুই হাজার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই পরীক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদিন ইংরেজবাজার ব্লকের শোভা নগর হাই স্কুল নঘরিয়া হাই স্কুল সহ প্রায় ১০ টি স্কুলে ফাইভ থেকে এইট ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান মঞ্চের বিজ্ঞান অভীক্ষা মূলক পরীক্ষা দেয় । পরীক্ষা চলে ১ ঘঃটা ৩০ মিনিট।

পুলিশ ২৭টি হারানো মোবাইল উদ্ধার করে তাদের মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেছে

শিলিগুড়ি ঃ আবারো বড় সাফল্য মাটিগাড়া থানার পুলিশের। সেই চুরি যাওয়া এবং হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন গুলি উদ্ধার করে সোমবার মাটিগাড়া থানায় এসিপি ওয়েস্ট আসিস পি সুব্বার উপস্থিতিতে মোবাইল মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিন মোট ২৭ জনের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন থেকে ফোন না থাকায় নানা সমস্যায় ভুগছিলেন তারা আজ ফোন পেয়ে খুশি সকলে। আজ ফোন পেয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মাটিগাড়া থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তারা।

ইসলামপুর মহকুমার পূর্ণিয়া মোড় থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের প্রায় ৮০ কিমি অবস্থা, সাধারণ মানুষ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষুব্ধ

উত্তর দিনাজপুর ঃ রাস্তার বেহাল অবস্থা ঘিরে চূড়ান্ত ক্ষোভ। রাস্তা তো নয় এ যেন মরনফাঁদ। ইসলামপুর মহকুমার পূর্ণিয়া মোড় থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের প্রায় ৮০ কিমি অবস্থা একেবারেই বেহাল হয়ে রয়েছে। চলতি বর্ষায় পিচের চাদর উঠে ছোটবড় অজস্র গর্ত তৈরি হয়েছে। এতে যানবাহন চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। প্রায়ই ছোটখাট দুর্ঘটনাও ঘটছে। প্রান হানিও হয়েছে অনেকের। যানবাহনের চালক থেকে সাধারণ মানুষ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষুব্ধ। তাদের দাবি, বেহাল সড়ক দ্রুত মেরামত করা হোক। এদিন ঐ রাস্তা ঘিরে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ইসলামপুরের মহকুমাশাসক মোঃ আব্দুল শাহিদ। তিনি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহনের আশ্বাস দিয়েছেন।

শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে খাদি মেলা ২০২৩ উদ্বোধন

শিলিগুড়ি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় শিলিগুড়িতে শুরু হল দার্জিলিং খাদি মেলা ২০২৩। সোমবার শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গনে এই মেলার উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী। জানা গিয়েছে মেলা চলবে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে খাদি বস্ত্রের এবং নানা সামগ্রির সম্ভার নিয়ে শুরু হল এই মেলা। পুজোর আগে এই মেলা থেকে ভালো লাভের আশা করছে বিক্রেতারা।

শিলিগুড়িতে ৩০৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ হাত বদলের আগেই নকশালবাড়ির হাতিঘিষা মোড়ে মাদক সহ গ্রেফতার এক ব্যক্তি। উদ্ধার ৩০৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ হাসিনুল(৩৫), শিলিগুড়ি প্রধাননগর থানার অন্তর্গত সুকান্তপল্লি বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাতিঘিষা মোড়ে এক স্কুটি চালককে আটক করা হয়। তল্লাসি চালিয়ে ধৃত ব্যক্তির পকেট থেকে ৩০৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। আটক ব্যক্তি শিলিগুড়ি থেকে ব্রাউন সুগার নিয়ে খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কিতে মাদক দিতে এসেছে। পরে আটক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নকশালবাড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়। আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মদ্যপ গাড়ির চালক ৩জন পথ চলতি কে ধাক্কা মেরে গুরুতর ভাবে আহত করেন, আপাতত শ্রীঘরে চালক

শিলিগুড়ি ঃ গতকাল রাতে স্টেশন ফিডার রোডে একটি পিকাপ ভেন রাস্তার ৩ জন পথ চলতি মানুষকে ধাক্কা মারে।তিনজনের মধ্যে একজনকে অবস্থা আশংকাজনক অবস্থায় খালপাড়ার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়।এই ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে।খবর পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় ২৫ নম্বর ওর্য়াডের কাউন্সিলর জয়ন্ত সাহা।তিনি ঘটনাস্থলে এসেই আহতদের চিকিৎসার জন্য নার্সিং হোমে পাঠিয়ে শিলিগুড়ি থানায় খবর দেন।পুলিশ এসে সেই গাড়ির চালকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে জয়ন্তবাবু জানান প্রাথমিকভাবে অনুমান চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিল।আইনগত ভাবে যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা প্রশাসন নেবেন

পুজোর আগমনী ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে চূড়ান্ত বাস্ততা চোখে পড়ল কুমোরটুলিতে

আলিপুরদুয়ারঃ ক্রমেই এগিয়ে আসছে দুর্গাপূজার তিথি। হাতে আর মাত্র কয়েকটি দিন, তারপর আপামর বাঙালি মেতে উঠবে মা এর আগমনে, মেতে উঠবে আনন্দ উৎসবে, মেতে উঠবে নতুন নতুন সাজ পোশাকে। বাঙালির 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' এর মধ্যে সব থেকে বড় পার্বণ হিসাবে দুর্গা পুজোর নামই প্রথম সারিতে। পুজোর আগমনী ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে চূড়ান্ত বাস্ততা চোখে পড়ল কুমোরটুলিতে। নাওয়া খাওয়া ভুলে ইতিমধ্যে কুমোরটুলির প্রায় সকল প্রতিমা শিল্পীদের ব্যাস্ততা এখন তুঙ্গে। দেবী দুর্গার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দিতে দিনরাত চলছে কাজ। ইতিমধ্যেই প্রতিমার মাটির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এরপর শুরু হবে রং ও সাজসজ্জর কাজ। আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকার মৃৎশিল্পীরা আশাবাদী, এবার তাঁরা ভালো দামের প্রতিমার বরাত পাবেন। এবার অর্ডার আসছে ভালোই।

ডায়মন্ডহারবার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত চালু হলে কম খরচে বিলাসবহুল ক্রুজ পরিষেবা

ডায়মন্ডহারবার ঃ কথায় রয়েছে সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার। বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে সেই কথা যেন এখন অতীত । এখন সব তীর্থ একবার গঙ্গাসাগর বার বার। গঙ্গাসাগরে আসা পূর্ণ্যার্থীদের জন্য সুখবর । এবার ডায়মন্ডহারবার থেকে সাগর পর্যন্ত জলপথে শুরু হল এক বিলাসবহুল ক্রুজ পরিষেবা। গত বছর গঙ্গাসাগর মেলার আগে কলকাতার বাবুঘাট থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ক্রুজ পরিষেবা চালু হয়েছিল। এবার সেই বিলাসবহুল ক্রুজ পরিষেবার চালু হল ডায়মন্ডহারবার থেকে। একটি বেসরকারি সংস্থা অসপ্রে ওয়াটার ওয়েজ ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে সোমবার থেকেই পরীক্ষামূলক পরিষেবা চালু করল সংস্থাটি। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে , আপাতত সপ্তাহের তিন দিন এই পরিষেবা চালু থাকবে । মূলত শুক্র, শনি ও রবিবার প্রাথমিকভাবে এই পরিষেবা চালু থাকবে। প্রতি সপ্তাহে ডায়মন্ডহারবারে জেটিঘাট থেকে সকাল ৯.৩০ মিনিটে গঙ্গাসাগরের কচুবেড়িয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে এই বিলাসবহুল ক্রুজটি। বিকাল ৪.৩০ মিনিট নাগাদ কচুবেড়িয়ায় পৌঁছাবে । আবারো পাঁচটা নাগাদ কচুবেড়িয়া থেকে রওনা দিয়ে ডায়মন্ডহারবার জেটি ঘাটে যাত্রীদের নিয়ে আসবে। এই ক্রুজের বিলাসবহুল যাত্রার খরচ খুবই কম। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ক্রুজে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ।একটি ক্লাসিক ও অপর একটি প্রিমিয়াম । ক্লাসিক পরিষেবার ভাড়া যাত্রী কিছু মাত্র ৩৪৮ টাকা ও প্রিমিয়াম পরিষেবার ভাড়া ৩৯০ টাকা। যাত্রীদের আসন সংখ্যা ১৫৬। ক্রুজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই পরিষেবা এখন সপ্তাহে তিন দিন চলবে যদি যাত্রী সংখ্যা বাড়ে তাহলে আগামী সপ্তাহে ৭ দিনই এই ক্রুজ পরিষেবা দেওয়া হবে। এদিন পরীক্ষা মূলকভাবে ক্রুজটি তার যাত্রা শুরু করল । এক তীর্থযাত্রী জানান, ডায়মন্ডহারবার থেকে গঙ্গাসাগর কম খরচে ক্রুজ পরিষেবা চালু হওয়াতে অনেকটা সুবিধা হল। জলপথের মাধ্যমে খুব সহজেই পৌঁছে যাওয়া যাবে গঙ্গাসাগরের কচুবেড়িয়া ফেরিঘাটে। সময় যেমন কম লাগবে তেমনি খরচ অনেকটাই কম। গঙ্গাসাগর মেলার সময় এই পরিষেবা অত্যন্ত লাভজনক হবে পুণ্যার্থীদের । এই পরিষেবা চালু হওয়াতে কাকদ্বীপের লট নম্বর আট ফেরিঘাট থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত যে ভেসলে যাত্রীদের ভিড় এবং চাপ থাকে সেই চাপ এড়ানো যাবে এমনটাই মনে করছেন যাত্রী সাধারণের এক অংশ।

দক্ষিণ শহরতলীর সোনারপুরের বনহুগলী এলাকায় একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছাড়াল

সোনারপুর ঃ দক্ষিণ শহরতলীর সোনারপুরের বনহুগলী এলাকায় একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছাড়াল । ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নরেন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী । এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সোনারপুরের চৌহাটি এলাকার বাসিন্দা তাপস বিশ্বাসকে দিন পনের আগে এই নেশামুক্তি কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সোমবার ভোরে তার শরীর খারাপ হয়। তারপর তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় কতৃপক্ষ। সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা । এই খবর মৃতের পরিবারকেও দেওয়া হয় । এরপর পরিবারের লোকজন এসে ওই কেন্দ্রে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। প্রায় ৬০ জনের বেশী মানুষ এখানে চিকিৎসার জন্য আছেন। ১০ জনের মত মহিলাও চিকিৎসাধীন। ঘটনার জেরে সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

ডেঙ্গুর ডেরায় গান্ধীজি

কলকাতা ঃ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্ম দিবসে,, এক অভিনব শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রদেশ কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের। এদিন সকালে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম দিবস উপলক্ষে তাকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি, অভিনব একটি অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেওয়া হয় প্রদেশ কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে। শহর কলকাতায় যেভাবে ডেঙ্গির প্রকোপ বেড়ে চলেছে এবং একের পর এক মানুষের মৃত্যু হচ্ছে এই ঘটনায়, কলকাতা পুরসভা এবং রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায় প্রদেশ কংগ্রেস।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় ইসরায়েলহামাস সংঘাতের প্রভাব

বার্লিন ঃ জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে বুধবার আন্তর্জাতিক বইমেলা শুরু হয়েছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের কারণে মুসলিমপ্রধান বিভিন্ন দেশের সংগঠন ও প্রকাশকেরা বইমেলা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার পরিচালক য়্যুর্গেন বুজ এক বিবৃতিতে ইসরায়েলে হামাসের 'বর্বর' হামলার নিন্দা করেছেন। বইমেলা কর্তৃপক্ষ 'ইসরায়েলের পক্ষে পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করছে' বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়। মেলা চলাকালীন ইসরায়েলের কণ্ঠস্বর আরও বেশি করে শোনার ব্যবস্থা করা হবে বলেও অঙ্গীকার করেন তিনি।

এর জবাবে মুসলিমপ্রধান কয়েকটি দেশের বিভিন্ন সংগঠন মেলা থেকে সরে দাঁড়ায় বলে জানিয়েছে এএফপি। এর মধ্যে আছে ইন্দোনেশিয়ান পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন, সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ বুক অথরিটি, এমিরেটস পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন ও মিশরের আরব পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন।

ইন্দোনেশিয়ান পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে বলেছে, ইসরায়েলের পক্ষ নেওয়ার আয়োজকদের সিদ্ধান্ত 'সংলাপের আদর্শ এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে ক্ষুন্ন করেছে'। সংগঠনের প্রধান আরিস হিলম্যান নুগ্রাহা বলেছেন, ''ফিলিস্তিনি জনগণের দুঃখকষ্ট ভুলে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়ানো, পুরো বিশ্বকে বোঝার জন্য একটিমাত্র বই পড়ার মতো মনে হয়।'' মালয়েশিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এএফপিকে জানিয়েছে, ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা থেকে সরে দাঁড়ানোর কারণ আয়োজকদের 'ইসরায়েলপন্থি অবস্থান'।

ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার পরিচালক য়্যুর্গেন বুজ পরে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'ভূরাজনীতির কারণে' কিছু অংশগ্রহণকারী আসতে না চাওয়ায় তিনি 'খুব হতাশ'। ''এটি আমাদের জন্য, নিজের জন্য একটি বিপর্যয়। আমি চাই মানুষ এখানে আসুক, সবার মধ্যে অকপট আলোচনা হোক, বিতর্কিত হলেও আলোচনা চলুক।''

হামলার পর শোক পালন করতে ইসরায়েলের অনেক অংশগ্রহণকারীও বইমেলায় যোগ দিচ্ছেন না।

৭৫ তম ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় এবারের 'গেস্ট অফ অনার' দেশ স্লোভেনিয়া। মঙ্গলবার মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্লোভেনিয়ার দার্শনিক স্লাভোই জিজেক ইসরায়েলে হামাসের সন্ত্রাসী হামলার নিন্দার পাশাপাশি সংঘাতের কারণ বুঝতে পেছনের কথা ও ফিলিস্তিনিদের কথা শোনা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন। তিনি হামাসের ধ্বংসাত্মক নীতির সঙ্গে ইসরায়েলের বসতি স্থাপন নীতিরও তুলনা করেন, যা দর্শকদের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট যে রাজ্যে অবস্থিত সেই হেসে রাজ্যের ইহুদিবিদ্বেষ বিষয়ক কমিশনার উভে বেকার তার বক্তৃতায় জিজেকের সমালোচনা করেন।

বইমেলা চলার সময় ফিলিস্তিনি লেখিকা আদানিয়া শিবলিকে এ বছরের 'লিবেরাটুর প্রাইজ' দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গত শুক্রবার এটি স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়া হয়। 'লিটপ্রম' নামের একটি সংগঠন আফ্রিকা, এশিয়া, ল্যাটিন অ্যামেরিকা ও আরব বিশ্বের একজন লেখিকাকে এই পুরস্কার দিয়ে থাকে।

এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান স্থগিত করার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে নোবেলজয়ী কয়েকজনসহ এক হাজারের বেশি মানুষ সই করেছেন। ''মেলা কর্তৃপক্ষ যে সময় বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে, তারা ইসরায়েলি কণ্ঠস্বরকে 'মেলায় বিশেষভাবে দৃশ্যমান' করতে চায়, সেই সময় তারা (লিটপ্রম) ফিলিস্তিনি কণ্ঠের জন্য জায়গা বন্ধ করে দিচ্ছে,'' বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

বইমেলা চলবে রোববার পর্যন্ত। সেদিন সালমান রুশদিকে জার্মানির প্রকাশক ও বইবিক্রেতাদের সংগঠন 'জার্মান বুক ট্রেড'এর ২০২৩ সালের শান্তি পুরস্কার দেওয়া হবে।

বিরল প্রজাতির প্রাণীর অবৈধ বাণিজ্যের প্রবেশপথ স্পেন

স্পেন ঃ আন্তর্জাতিক অপরাধচক্র শুনলেই মাদক ও অস্ত্র পাচারের কথা মনে হয়। অথচ বিরল বন্যপ্রাণীর চোরাচালানও বিশাল মাত্রা ধারণ করেছে। অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকি ও মোটা অংকের মুনাফার লোভে অসহায় প্রাণীগুলির জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠছে।

মাত্র ১১ মাস বয়সের মাদি চিতার নাম কেনিয়া। তার মন জঙ্গলে পড়ে থাকলেও আপাতত স্পেনের আলিকান্তে শহরের কাছে এক পশু আশ্রয় কেন্দ্রে তার ঠাঁই হয়েছে। প্রাণীটি অনেক কষ্ট পেয়েছে। নার্স হিসেবে বেলি ডে শুশ্রুষা করে চিতাটিকে আবার চাঙ্গা করার চেষ্টা করছেন। তিনি জানান, ''মালিক চিতাটিকে অবহেলা করায় প্রাণীটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। মনে হয়, শুরু থেকেই ভালো করে খেতে দেওয়া হতো না। এখন অন্ধ হয়ে গেছে।''

বিপন্ন প্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সনদ লঙ্ঘনের দায়ে সেই 'প্রাইভেট ব্রিডার' এখন কর্তৃপক্ষের রোষের মুখে পড়েছেন। পূর্ব এশিয়ার 'ক্লাউডেড লেপার্ড' প্রজাতির এই চিতা বিপন্ন হিসেবে স্বীকৃত।

স্পেন বিরল প্রজাতির প্রাণীর বেআইনি বাণিজ্যের প্রবেশপথ হয়ে উঠেছে। কাছেই আফ্রিকা মহাদেশ থেকে আলিকান্তে বন্দরে আসা জাহাজে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ প্রায়ই এমন প্রাণী উদ্ধার করে।

মারিয়া পেলিসার পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধের বিশেষ ইউনিটে কাজ করেন। সমুদ্র বন্দর ও বিমানবন্দরে তিনি যাত্রীদের মালপত্রের মধ্যে পাখি, সাপ ও কচ্ছপ খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেন, ''এটা সত্যি দুঃখের বিষয়। প্রাণীগুলিকে তাদের বাসস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের খেলনার মতো ব্যবহার করতে এই নির্মম মানুষগুলির কোনো দ্বিধা হয় না।''

২০২১ সালে পুলিশের তোলা একটি ভিডিওতে এক মাদি শিম্পাজির উদ্ধার অভিযান দেখা যায়। পাঁচ বছর ধরে সেটিকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় খাঁচায় বন্দি রাখা হয়েছিল। সংরক্ষিত প্রাণীর বেআইনি আমদানির ঘটনা বেড়েই চলেছে। ২০২২ সালে তার আগের বছরের তুলনায় চোরাচালান প্রায় দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। মারিয়া পেলিসার বলেন, ''প্রায়ই এর পেছনে সংগঠিত অপরাধচক্রের হাত থাকে। প্রাণীগুলির সন্ধান পেতে সে সব দেশে লোক রাখতে হয়। আমদানির জন্য ইউরোপেও নেটওয়ার্কের প্রয়োজন। এটা খুবই লাভজনক ব্যবসা। আফ্রিকায় এক বানরের দাম বড়জোর পাঁচ বা ছয় ইউরো হলেও এখানে সেটির দাম দুই হাজার ইউরো বা তার বেশিও হতে পারে।''

ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ডের সূত্র অনুযায়ী এই ব্যবসায়ে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়। সিলভিয়া দিয়াসের মতে, টাকার বিচারে মাদক ও অস্ত্রের পরেই বেআইনি পশু ব্যবসার স্থান। কিন্তু সেই ব্যবসার পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা অনেক কম। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ডের সিলভিয়া দিয়াস বলেন, ''অস্ত্রশস্ত্র ও মাদকের চোরাচালানকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই ব্যবসা থামাতে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়। বেআইনি পশু পাচারও একই রকম গুরুত্বপূর্ণ, অথচ সেই অপরাধ তেমন গুরুত্ব পায় না। প্রায়ই অপরাধের তদন্ত ও শাস্তি হয় না। সে কারণে এই অপরাধ আরো লাভজনক হয়ে উঠেছে।''

বিরল প্রাণী পাচারের ব্যবসার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কর্তৃপক্ষও প্রায়ই দিশাহারা হয়ে পড়ে। যেমন সম্ভবত মরক্কো থেকে স্পেনে একটি ম্যাকাকি বানর পাচার করা হয়েছে। চোরাচালানকারীরা নিজেদের গতিবিধি গোপন রাখতে সমর্থ হয়েছিল। মারিয়া পেলিসার মনে করেন, ''ডিলাররা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাণী বিক্রি করছে। নামহীন নেটওয়ার্কের আড়ালে তারা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে পারে। তারা এমনকি ডার্ক ওয়েবও ব্যবহার করে।''

যথেষ্ট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ না থাকায় কর্তৃপক্ষের পক্ষে ঠিকমতো তদন্ত করা সম্ভব হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাণীগুলিকে উদ্ধার করতেও দেরি হয়ে যায়। যেমনটা কেনিয়া নামের ক্লাউডেড লেপার্ডের ক্ষেত্রে ঘটেছে। বেআইনি এই ব্যবসার ফলে এমন অনেক প্রাণী চিরকালের মতো স্বাধীনতা হারিয়ে পণ্য হিসেবে বাজারে বিক্রি হয়।

খড়্গপুর আইআইটিতে আবার ছাত্রের রহস্যমৃত্যু

কলকাতা ঃ আবার এক ছাত্রের রহস্যমৃত্যু খড়্গপুর আইআইটিতে। বুধবার তেলেঙ্গানার এক ছাত্রকে হস্টেলের ঘরে ঝুলতে দেখা যায়।

এক বছর আগে এক ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর প্রবল হইচই হয়েছিল খড়্গপুর আইআইটিতে। তখন নতুন পড়ুয়াদের উপর র‍্যাগিং করার বিষয়টি সামনে আসে। মৃত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ ছিল, র‍্যাগিং করার ফলেই তার মৃত্যু হয়। হাইকোর্টের নির্দেশে দুইবার তার দেহের ময়নাতদন্ত হয়। বছর কাটতে না কাটতে আবার এক ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। এলবিএস হলের ৫১৩ নম্বর রুম থেকে ছাত্রের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি তেলেঙ্গানা থেকে পড়তে এসেছিলেন। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। পুলিশ এসে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তারা অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ নথিবদ্ধ করেছে। এখন পুলিশ তদন্ত করে দেখছে, ছাত্রটি আত্মহত্যা করেছে, নাকি এর পিছনে কোনো রহস্য আছে। পুলিশ এখন ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই রিপোর্ট আসার পর বিষয়টি কিছুটা স্পষ্ট হবে বলে তারা মনে করছে।

গত জুন মাসেও খড়্গপুর আইআইটিতে কেরালা থেকে আসা এক পড়ুয়ার মৃত্যু হয়। সেই ছাত্র ইঃটার্নশিপ করছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও র‍্যাগিংএর কারণে এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। তা নিয়েও প্রচুর জলঘোলা হয়েছে। ঢালাও রাজনীতিও হয়েছে। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এভাবে ছাত্র মৃত্যু কেন হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রবীণ সাংবাদিক জয়ন্ত ভট্টাচার্য ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, ''পুলিশকে অনুসন্ধান করে মৃত্যুর কারণ জানাতে হবে। এটা কি চাপের জন্য হচ্ছে নাকি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ুয়ারা এরকম করছে, নাকি তাদের হত্যা করা হচ্ছে? কারণ যাই হোক না কেন, ঘটনাটা গুরুতর। বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতেই হবে।'' জয়ন্ত বলেছেন, ''সম্প্রতি রাজস্থানের কোটায় কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। সেখানে বলা হচ্ছে, পড়ুয়ারা চাপ নিতে পারছে না। কোটা হলো শিক্ষার হাব। সেখানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, ভর্তি পরীক্ষার জন্য পড়ুয়াদের তৈরি করা হয়। এই চাপের বিষয়টিও ভয়ংকর।''

টুকরো খবর

যুক্তরাষ্ট্রের এক নজর ও দুই দলের দুই ব্যাখ্যা

ঢাকা ঃ আগামী তিন মাস বাংলাদেশের রাজনীতির ওপর নজর রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনে ভূমিকা রাখতে চাইছে তা যেমন মনে করা হচ্ছে, এতে কতটা কাজ হবে তা নিয়ে সংশয়ও আছে রাজনৈতিক মহলে।

বাংলাদেশ সফরে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়াবিষয়ক উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার বাংলাদেশ সরকারকে আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে তার দেশের অবস্থান আবারো স্পষ্ট করে গেছেন। তিনি পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরো দুই কর্মকর্তা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। পরিদর্শন করেছেন কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প। জানা গেছে, তিনি বাংলাদেশ সফরে অংশহণমূলক, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথাই ঘুরেফিরে বলেছেন। আর বাংলাদেশে যাতে সেরকম একটি নির্বাচন হয়, তার সার্বিক বিষয় দেখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে আগামী তিন মাস পর্যবেক্ষণে রাখবে বলে জানিয়ে গেছেন। মার্কিন প্রাকনির্বাচন পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পর্কে যে পাঁচ দফা সুপারিশ করেছে, তার সঙ্গে একমত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওই পাঁচ দফার শীর্ষে আছে নির্বাচনের আগে একটি অর্থবহ সংলাপ। পাশাপাশি রাজনীতির ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন। দ্বিতীয় সুপারিশে তারা নির্বাচনের সময় মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে অনুরোধ করেছে। সেই সঙ্গে নাগরিকদের ভিন্নমতকেও সম্মান দেখানোর আহ্বান জানিয়েছে। তৃতীয়ত, অহিংসার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে রাজনৈতিক সহিংসতার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন তারা। চতুর্থত, সব রাজনৈতিক দলকে অর্থবহ ও সমান রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে বলা হয়েছে, যেন তা স্বাধীন নির্বাচন পরিচালনার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। সবশেষে নাগরিকেরা যেন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মূলত এই বিষয়গুলোই দেখবে আগামী তিন মাস। বাংলাদেশে নভেম্বরের প্রথম

সপ্তাহে নির্বাচনের তফসিল এবং আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের কথা রয়েছে। কিন্তু প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এখনো যার যার অবস্থানে অনড় আছে। বিএনপি এই সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চায়। আর সরকার এবং শাসক দল আওয়ামী লীগ এই সরকারের অধীনেই নির্বাচনের ব্যাপারে অনড় অবস্থানে আছে। সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) শহীদুল হক বলেন, আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারবারই বাংলাদেশকে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য বার্তা দিচ্ছে। তারা আগামী তিন মাস এই বিষয়েই তীক্ষ্ম নজরদারী করবে। তারা যে ধরনের নির্বাচন চায় তার জন্য সরকার কী কী ব্যবস্থা নেয়, তা তারা দেখবে। আইনের কী সংশোধন করে, নির্বাচন প্রক্রিয়া, নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা এগুলো সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পক্ষে যায় কিনা তা তারা মনিটরিং করবে। তার কথা, যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনের পদ্ধতিগত বিষয়ে কোনো কথা বলবে না। তবে তাদের রিঅ্যাকশন বোঝা যাবে। সার্বিক ব্যবস্থায় তার হ্যাপি না আনহ্যাপি তা প্রকাশ করবে তাদের কাজের মধ্য দিয়ে। ভিসানীতি, যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি কমে যাওয়া, বাংলাদেশে ট্র্যাভেল অ্যাডভাইজারিকে একটা ইস্যু করার মধ্য দিয়ে তারা তা প্রকাশ করছে। আইএমএফএর দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ নিয়েও জটিলতা দেখা দিয়েছে। আগামী তিন মাসে আমরা হয়তো আরো কিছু দেখতে পাবো।

তিনি মনে করেন, চাইলে হয়তোবা একটি নির্বাচন করে ফেলা যাবে, কিন্তু সেটা যদি তাদের চাওয়ার সঙ্গে না মেলে, তাহলে নির্বাচনের পর আরো কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। সেটা হয়তো দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য কল্যাণকর হবে না।

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, আমাদের সামনে তো এখন বার্নিং ইস্যু প্যালেস্টাইন আছে। সেখানে চারটি বৃহৎ শক্তির বিরোধিতার কারণে জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে পারলো না। সেখানে আমাদের দেশে এই অভদ্র, অসভ্যদের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একা তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে বেশি কিছু করতে পারবে বলে আমাদের কাছে পরিস্কার নয়। সেজন্য আমরা আমাদের কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছি আর তারাও তাদের তীক্ষ্ম নজরদারি অব্যাহত রাখুক। আমরা ভেতর থেকে চাপ দিচ্ছি, তারা বাইরে থেকে চাপ রাখুক। তার কথা. র‍্যাব পুলিশের কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা, মার্কিন ভিসানীতি কিছুটা পরিবর্তন এনেছে। সে কারণেই একজন বিচারপতি বলতে পেরেছেন, 'দেশটাকে তো জাহান্নাম বানিয়ে ফেলেছেন'। একজন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন, ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে বিচারিক হয়রানি হচ্ছে। তারা সেটা বলতে পারছেন। কিন্তু আমাদের ব্যাপারে সরকারের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন দেখছি না। গ্রেপ্তার, ধরপাকড় আগের মতোই চলছে। ক্যান্সারের রোগীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। আজকে(বুধবার) সমাবেশে আসার সময় পথে পথে হয়রানি করা হয়ছে।

তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, সংলাপের পরিবেশ তো নাই। যেখানে ওবায়দুল কাদের সাহেবের মতো লোক বলেছেন , বিএনপির পরিণতি নাকি শাপলা চত্বরের মতো হবে, তাহলে তো তাকে এখন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন যে, শাপলা চত্বরে কত মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। যারা হন্তারক, কথায় কথায় মানুষ হত্যা করে, তাদের সঙ্গে কিসের সংলাপ? এদিকে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন বলেন, তারা (যুক্তরাষ্ট্র) দেখবে নির্বাচন সুষ্ঠু ভাবে হচ্ছে কিনা, কেউ নির্বাচনে বাধা দিচ্ছে কিনা, কেউ সন্ত্রাস করছে কিনা। এটা তো ভালো কাজ। তারা তো সুষ্ঠু নির্বাচনই চায়। যারা নির্বাচন বর্জন করবে, নির্বাচন করতে দেবে না, শান্তি ভঙ্গ করবে, তাদের ওপর তারা নজরদারি করবে। এটা আমাদের ওপর কোনো চাপ নয়। যারা সন্ত্রাসী, জঙ্গিবাদকে লালন করে, তাদের ওপর চাপ। বিএনপি না এলে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন. সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে। যারা সংবিধান মানবে, তারা নির্বাচনে আসবে। যারা সংবিধান মানবে না, তারা নির্বাচনে আসবে না। যারা সংবিধানের বিরুদ্ধে যাবে, তাদের ব্যাপারে আমরা কী বলতে পারি। সংবিধানে তো নিবন্ধিত কোনো দলের নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা নেই। তার কথা, আমরা তো সংলাপ চাই। কিন্তু কোনো শর্ত দিয়ে সংলাপ হবে না। সংলাপ হতে হবে খোলা মনে। আপনার দিক থেকে প্রস্তাব আসতে হবে। আপনি সংলাপ চান কিনা তা বলতে হবে। কোনো শর্ত দিয়ে সংলাপ হবে না।

সম্পাদকীয়

‘আমার জন্মভূমি ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না’

আমি আমার জন্মভূমি ছেড়ে যাচ্ছি না এবং আমি কখনো যাবোও না। গাজার উত্তরাঞ্চলের শহর গাজা সিটির একটি ঘরে বসে ৪২ বছর বয়সী মোহামেদ ইব্রাহিম যখন এ কথা বলছিলেন, তখন সেখানে আরো ছয়সাতজন উপস্থিত ছিলেন। ইব্রাহিমের নিজের পরিবার ও তাদের আত্মীয়দের অনেকেই জড়ো হয়েছেন গাজা সিটির বাসাটিতে। মোহামেদ ইব্রাহিম ও তার আত্মীয়রা আশেপাশের কয়েকটি এলাকার বাসিন্দা হলেও গাজা সিটির এই বাসায় আপাতত আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বলছিলেন, তারা যদি আমার মাথার ওপরে থাকা ছাদে বোমা হামলাও চালায়, তবুও আমি পালাবো না। আমি এখানেই থাকবো। গত কয়েকদিন ধরে ইসরায়েলি বাহিনী গাজার উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদের দক্ষিণে সরে যেতে বললেও মোহামেদ ইব্রাহিমের মত অনেকেই বলছেন যে তারা তাদের জন্মভূমি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। মোহামেদ ইব্রাহিম গত কয়েকদিনে উত্তর গাজার কয়েকটি এলাকা ঘুরে থিতু হয়েছেন ঐ এলাকার অপেক্ষাকৃত বড় শহর গাজা সিটিতে। তার বাড়ি ছিল গাজার জাবালিয়া এলাকায়। গত রবিবার ঐ এলাকায় রকেট হামলা হওয়ার পর তিনি তার স্ত্রী ও চার সন্তান সাথে নিয়ে শেখ রাদওয়ান এলাকায় যান। কিন্তু এরপর যখন জানতে পারেন যে সেখানেও ইসরায়েলি বাহিনী রকেট হামলা করতে যাচ্ছে, তখন গাজা সিটির শহরতলীর বাসাটিতে এসে আশ্রয় নেন। গাজার উত্তর এলাকা ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টি

চিন্তাই করছেন না মোহামেদ ইব্রাহিম। তিনি মনে করছেন, উত্তর গাজা ছাড়া একেবারেই যুক্তিসঙ্গত নয়। আমাদের কে তারা দক্ষিণের দিকে যেতে বলছে। কিন্তু আমরা সেখানে কোথায় যাবো? আরো অনেকের মত তিনিও আশঙ্কা করছেন যে দক্ষিণ গাজায় সরে গেলে পরে তাদের পুরনো বাসস্থানে আর ফিরতে পারবেন না তিনি ও তার পরিবার। মোহামেদ যে বাড়িতে আছেন, তার কাছেই প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটি বাড়িতে নিজের পাঁচ সন্তান নিয়ে থাকছেন ৩৮ বছর বয়সী আবো জামিল। আমরা যখন তাকে দেখতে পাই, তখন সে রাস্তার একটি পানির পাইপ থেকে শেষ কয়েক ফোঁটা পানি সংগ্রহ করার চেষ্টা করছিল। আট দিন ধরে এখানে কোনো খাবার বা জল নেই, বলছিলেন তিনি। ইসরায়েলি বাহিনী গাজার বিদ্যুৎ ও জলের সংযোগ বন্ধ করে দেয়ার পাশাপাশি জ্বালানি ও অন্যান্য জরুরি প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহও বন্ধ করে দিয়েছে গত সপ্তাহ থেকে। তিনি বলছিলেন খাবার, জল বা বিদ্যুৎ ছাড়া জীবন কাটাতে হলেও পাঁচ সন্তানকে নিয়ে ঐ অঞ্চলেই থাকতে চান তিনি। তার পাঁচ সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠজনের বয়স চার বছর। আমরা সহায় সম্বলহীন, আমাদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। তারা আমাদের বাড়িতে হামলা করলেও আমরা এখানেই থাকবো। পাঁচ ছয়জনের পরিবার নিয়ে কোথায়ই বা যাওয়া সম্ভব? তার মত গাজার উত্তর এলাকার অনেক মানুষই মনে করেন যে পরিবার নিয়ে বারবার গাজার ভেতরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছোটাছুটি করা আসলে অর্থহীন। তাদের ধারণা, একবার নিজেদের ঘর ছেড়ে সরে গেলে আর কখনোই সেখানে ফিরতে পারবেন না তারা। আবার জনসংখ্যার একটা অংশ শরণার্থীর জীবন কাটাতে কাটাতে ক্লান্ত। নতুন করে আরেক জায়গায় গিয়ে শরণার্থী হিসেবে থাকার চেয়ে ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দেয়াই ভাল বলে মনে করেন তারা। গাজার উত্তরের এলাকার প্রায় ১১ লাখ বাসিন্দার মধ্যে ৪ লাখ মানুষ ইসরায়েলি বাহিনীর নির্দেশনার পর গত দুই থেকে তিনদিনে সালাহ আলদিন সড়ক ধরে দক্ষিণে সরে গেছে। হামাস বলছে, গাজার উত্তর এলাকার প্রায় ১১ লাখ বাসিন্দার মধ্যে চার লাখ মানুষ ইসরায়েলি বাহিনীর নির্দেশনার পর গত দুই থেকে তিনদিনে সালাহ আলদিন সড়ক ধরে দক্ষিণে সরে গেছে। গাজা উপত্যকার উত্তর দিকে, ইসরায়েলের সীমানার কাছে একটি পাহাড়ে দাঁড়িয়ে ইসরায়েলের দিকে তাকালেই অনুমান করা যায় যে ইসরায়েলি বাহিনীর ঘোষিত স্থল হামলার মাত্রা কতটা ব্যাপক হতে যাচ্ছে। ইসরায়েলের সীমানা থেকে গাজার ভেতরে প্রবেশ করার হাইওয়ে ও তার আশেপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি সশস্ত্র সাঁজোয়া যান। সীমানার কাছাকাছি আকাশে অব্যাহত আছে মিলিটারি ড্রোনের আনাগোনা। সীমানা নির্ধারণ করতে যে বেড়া দেয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে কিছুক্ষণ পরপরই শোনা যায় গুলির শব্দ। জবাবে ইসরায়েল প্রান্ত থেকে কিছুক্ষণ পরপর শোনা যায় কয়েকটি শেল নিক্ষেপের শব্দ। গাজার সীমানার কাছে ইসরায়েলের ভেতর সবচেয়ে নিকটবর্তী শহর স্দেরত এরই মধ্যে জনশূন্য হয়ে পড়েছে। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ এখনও ঐ এলাকা খালি করার কাজ করছে। আমরা যখন সীমানার সাথে থাকা রাস্তা ধরে গাজা থেকে ইসরায়েলের স্দেরত শহরের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন কিছুদূর পরপরই সাঁজোয়া গাড়ি, ট্যাংক বা সেনাবাহিনীর গাড়িবহর দেখেছি যেগুলো রাস্তার দু’দিকে আক্রমণের জন্য অবস্থান নিতে যাচ্ছিল। আরো কিছুদুর যাওয়ার পর চোখে পড়ে রাস্তার আশেপাশের মাঠগুলোতে পুঁতে রাখা কামান, যেগুলো গাজার ভেতরে বোমা ফেলার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর হামাসকে ‘ধ্বংস’ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতেই ইসরায়েলি সেনাবাহিনী পুরোদমে এই হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিয়েছে।

ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন পশ্চিমা বিশ্বে কেন অপরাধ?

বেরিয়া এলামুদিন
প্রাবন্ধিক

উদার, গণতান্ত্রিক পশ্চিমা বিশ্বের একেবারে গোড়ার বিশ্বাস হলো মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিয়ে কথা বলার অধিকার। কিন্তু হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের যাঁরা ফিলিস্তিনপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেন, তাঁদেরকে চাকরির ক্ষেত্রে কালো তালিকায় রাখা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করেছেন। ফ্রান্সে বসবাসকারী ভিনদেশিদের মধ্যে কেউ যদি ‘সেমেটিকবিরোধী কর্মকাণ্ড’ করে, তাঁকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন তিনি। একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে জার্মানিতে। পশ্চিমা বিশ্বের অন্যখানেও একই অবস্থা। ব্রিটেনের উন্মাদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্রেভারম্যান প্রকাশ্যেই বর্ণবাদী কথাবার্তা বলে সমালোচিত হন। তিনি ব্রিটেনের জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তাকে বলেছেন, কেউ যদি ফিলিস্তিনি পতাকা ওড়ায় অথবা আরবপন্থী স্লোগান দেয়, তাহলে সেটা অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

হামাস ইসরায়েলি শিশুদের, বন্দীদের ও বেসামরিক লোকদের হত্যা করেছে। এটা ন্যাক্কারজনক ও ভুল পদক্ষেপ। এ হামলা ফিলিস্তিন ইস্যুকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এ ঘটনার সূত্র ধরে পুরো ফিলিস্তিনি জাতির ওপর বিভীষিকা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমা রাজনীতিবিদ ও গণমাধ্যমে উৎকটভাবে ইসরায়েলপন্থী ভাষা ব্যবহার করে চলেছে কিন্তু গাজায় যে গণহত্যা চলছে, তার জন্য সমান মাত্রার নৈতিক অবস্থান দেখা যাচ্ছে না।

পশ্চিমা বিশ্বে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন মহৎ ও পবিত্র বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন সন্দেহজনক, বিপজ্জনক ও সম্ভাব্য অপরাধ বলে মনে করা হয়। দুই পক্ষের একটি রক্তাক্ত নৃশংসতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। একেকজন ইসরায়েলি হত্যার ঘটনার পর অনিবার্যভাবেই আগের চেয়ে ধ্বংসাত্মক সামরিক অভিযানের মাধ্যমে নির্বিচার পুরো জনগোষ্ঠীর ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপে জনতুষ্টিবাদি অতিডানপন্থী রাজনীতিবিদ এবং গণমাধ্যম বিদ্বেষপ্রসূতভাবে ও অনৈতিকভাবে তাদের উদারনীতিবাদ বিরোধী সাংস্কৃতিক যুদ্ধে ফিলিস্তিন ইস্যুকে

ব্যবহার করে। দুই পক্ষের মধ্যে তারা উত্তেজনা ছড়ায়। ইহুদি ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালাতে তারা ঘৃণ্যভাবে প্ররোচনা দেয়।

একটি ভাইরাল হয়ে যাওয়া প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, হামাস শিশুদের মাথা বিচ্ছিন্ন করে হত্যা করেছে। এই প্রতিবেদনটি গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও এই নৃশংসতা নিয়ে কথা বলেন। ইসরায়েলের সরকার ও হোয়াইট হাউস থেকে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি বলার আগপর্যন্ত সেটার প্রচার চলতেই থাকে। সিএনএন এই অনাবশ্যক ভুলের জন্য ক্ষমা চায়।

ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল ইস্যুতে বিভাজন বেড়েই চলেছে। নিউইয়র্ক, প্যারিস ও লন্ডনের মতো শহরগুলোতে ফিলিস্তিনপন্থী ও ইসায়েলপন্থীদের বড় বড় প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়েছে। এই ডামাডোলের মধ্যেই মধ্যপন্থী ইহুদিরা সবচেয়ে স্পষ্ট ভাষায় গাজায় বোমা হামলা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন। তাঁদের সমালোচনা হলো, চোখধাঁধানো নিরাপত্তাব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নেতানিয়াহু ও তাঁর অতিডানপন্থী মন্ত্রিসভা হামলা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে। এ পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা নেতানিয়াহু সরকারকে দোষারোপ করেছেন।

প্রকৃত সেমেটিকবাদবিরোধিতাকে অবশ্যই আমাদের নিন্দা জানাতে হবে। আরব ও ইহুদি উভয়েই সেমেটিক জাতিগোষ্ঠী এবং তারা ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি। তাদের ভাষাও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমব্যথীদের সেমেটিকবিরোধী বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। আর সেটা কখন করা হচ্ছে? বিশ্বজনীন মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে ফিলিস্তিনিদের দুর্দশাকে সমর্থন দেওয়া যখন অনিবার্য, সে সময়েই এটা করা হচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে যাঁরা (তাঁদের মধ্যে মধ্যপন্থী ইহুদিরা রয়েছেন, যাঁরা মনে করেন ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সহাবস্থানই সমাধান) ফিলিস্তিনের মতো মানবিক সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথা বলেন, তাঁদেরকে অবশ্যই সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

৭ অক্টোবর কী ঘটেছে, তার সত্যিকারের সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গুজব, অপতথ্য ও ভুয়া ভিডিওতে সয়লাব হয়ে যায়। পদ্ধতিগতভাবে ফিলিস্তিনিদেরকে এমনভাবে ‘পশু’ ও ‘উপমানব’ বলে চিত্রিত করা হয়েছে, যেন তাদেরকে নির্মূল করা বৈধ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মিথ্যা দাবির বার্তা ছড়িয়ে পড়ে যে ইসরায়েলি আরব ‘বেইমানেরা’ গাজা সীমান্তে দেওয়া ইসরায়েলের কাঁটাতারের বেড়া খুলে ফেলতে সহযোগিতা করেছে। এর মধ্য দিয়ে আরববিরোধী সহিংসতার ভবিষ্যৎ মঞ্চ প্রস্তুত করা হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বসতি স্থাপনকারীদের প্রাণঘাতী প্রতিশোধ নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

একটি ভাইরাল হয়ে যাওয়া প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, হামাস শিশুদের মাথা বিচ্ছিন্ন করে হত্যা করেছে। এই প্রতিবেদনটি গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও এই নৃশংসতা নিয়ে কথা বলেন। ইসরায়েলের সরকার ও হোয়াইট হাউস থেকে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি বলার আগপর্যন্ত সেটার প্রচার চলতেই থাকে। সিএনএন এই অনাবশ্যক ভুলের জন্য ক্ষমা চায়।

ইতিহাসের সব অধিকার আদায়ের আন্দোলনের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মধ্যপন্থীদের সঙ্গে গোঁড়া সশস্ত্র গোষ্ঠী পাশাপাশি অবস্থান করে। বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক আন্দোলন, আইরিশ প্রজাতন্ত্র আন্দোলন সব ক্ষেত্রেই সেটা দেখা গেছে। এমনকি জায়োনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সেটা সত্যি। আজকের ইসরায়েলি অনেক নেতার উত্থান হয়েছে এ ধরনের সশস্ত্র তৎপরতার মধ্য দিয়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেন মিশন কি তবে শেষ

দানিয়া কোলেইলাত খাতিব

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি গত সপ্তাহে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে বলেন, ‘আমরা দড়ির একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি।’ আমি একটু চমকে গেলাম। এর আগে না যুক্তরাষ্ট্র বলেছিল, ‘যত দিন লাগবে, তত দিনই ইউক্রেনের পাশে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র?’

গত জানুয়ারিতে কিরবির সেই সংবাদ সম্মেলনের কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। কিরবিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইউক্রেন যুদ্ধে জয়ী হওয়া বলতে যুক্তরাষ্ট্র কী বোঝে? বিজয় অর্জনে কত দিন লাগতে পারে, কত দিন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র তাদের সমর্থন দেবে? কিরবির জবাব ছিল, বিজয় অর্জনে যত দিন লাগবে, তত দিনই যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন থাকবে। তিনি আরও বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ইউক্রেনের জন্য এখন প্রয়োজন। এই সহায়তা তাদের সামনের দিনগুলোতেও প্রয়োজন হবে। তাদের যা প্রয়োজন, তা যথাসম্ভব নিশ্চিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। আর এই যুদ্ধ জয়ের সংজ্ঞা প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ভালো জানেন। যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে তাঁকে কোনো নির্দেশনাও দিচ্ছে না

কংগ্রেস সদস্যরা ইউক্রেনের জন্য ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অনুদান দেওয়া না দেওয়া নিয়ে ব্যাপক বাগবিতণ্ডায় যুক্ত হয়েছিলেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যয় কমানোর মতো সিদ্ধান্ত নিতে বসেছিল। ফলে কিরবি একটি শক্তিশালী বিবৃতি নিয়ে হাজির হলেন। বললেন, মার্কিন সহায়তা অনির্দিষ্টকালের জন্য নয়। তাঁর কথায় এমন ইঙ্গিত ছিল যে যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে ইসরায়েল এবং ইউক্রেন দুই দেশকে সহযোগিতা করতে পারবে না। গত সপ্তাহের শুরুর দিকে ওয়াশিংটন ইউক্রেনের জন্য ২০০ মিলিয়ন ডলারের সহায়তা ঘোষণা করেছে। দেওয়ার কথা ছিল ২৪ বিলিয়ন ডলার। ট্রাম্পের সমর্থকেরা এই অনুদানের চরম বিরোধী ছিলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত ইউক্রেন সহায়তা হিসেবে যা পেল, তা সামান্যই। অথচ সহায়তা ছাড়া ইউক্রেনের পক্ষে এই যুদ্ধ জয় করা কঠিন হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্নের জন্ম দেয়, তাহলে কি ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ? রাশিয়া কি জিতে গেল?

আমরা এখনো তা বলতে পারছি না। তবে গাজার যুদ্ধের একটি প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে ইউক্রেনে। যুক্তরাষ্ট্রের এই নেতিয়ে পড়া ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন মিরশেইমারের কথা মনে করায়। ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুতে করা মন্তব্যের কারণে তাঁকে ভ্লাদিমির পুতিনের অন্যায়ের সাফাই গাওয়া এবং রুশ প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছিল। তবে তিনি আসলে সত্য বলেছিলেন। খুব মৌলিক কিছু ধারণার ভিত্তিতে তিনি এই যুদ্ধের উপসংহারে পৌঁছেছিলেন। এই যুদ্ধের সমাধান বিবদমান পক্ষগুলোর সবার জন্য সমান ফলপ্রসূ হবে না। ন্যাটোতে ইউক্রেনের সদস্যপদ লাভ রাশিয়ার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নয়। এ কারণে যখন গাজার ইস্যুটি সামনে এল, তখন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনা উধাও হয়ে গেল। তারপরও জেলেনস্কির জন্য শুভকামনা। এখনো তাঁর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আছে।

চলমান যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য জড়িয়ে পড়াটা সবার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। সবাই এখন পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, দেখার অপেক্ষায়। হিজবুল্লাহ কি এই যুদ্ধে পক্ষ হবে? যদি ইসরায়েল হামাসকে নিশ্চিহ্ন করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ে, তারা কি ইরান পর্যন্ত যাবে? যুক্তরাষ্ট্রকে সম্ভাব্য সবকিছুই ভাবতে হচ্ছে। এ কারণে ইউক্রেন ইস্যু এখন পেছনে পড়ে গেছে। ইউক্রেন কি এখনো রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম? জেলেনস্কি ডেমোক্রেটিক সিনেটর চাক শুমারকে গত মাসে জানিয়েছেন, ‘সহযোগিতা বন্ধ হয়ে গেলে আমরা যুদ্ধে হেরে যাব।’ যুক্তরাষ্ট্রকে দেখে মনে হচ্ছে, এই সম্ভাবনা মেনে নিতে তারা প্রস্তুত। শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের যুদ্ধ হিসেবেই গ্রহণ করেছিল ইউক্রেন যুদ্ধকে, সেই যুক্তরাষ্ট্রই এখন এই যুদ্ধ থেকে সরে আসতে চাইছে। বলছে, তাদের সহায়তা অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না।

গাজার এই যুদ্ধ নানা দিক থেকে পুতিনের জন্য লাভজনক। এই যুদ্ধ ইউক্রেন থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবে। পাশাপাশি আরব ও আরবের বাইরের আন্তর্জাতিক ফোরামে রাশিয়ার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে সমস্যার মূলে নজর দেওয়ার কথা একমাত্র তিনিই বলেছেন। আরব লিগ তাঁর এই বক্তব্যকে আমলে নিয়েছে। আরব লিগের মুখপাত্র জামাল রুশদি বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে রাশিয়া একটি যৌক্তিক ও ভারসাম্যমূলক মন্তব্য করেছে, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অনেকেই করেনি।’

আরব বিশ্বে পুতিনের এই ভাবমূর্তির ফলে তিনি হয়তো ইসরায়েল ফিলিস্তিনের মধ্যকার সমস্যা সমাধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠবেন। এখন পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে সংকট সমাধানে যেখানেই মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র গেছে, সেখানেই তারা লেজেগোবরে করে ফেলেছে। যুক্তরাজ্যে ফিলিস্তিনি মিশনের প্রতিনিধি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সে তুলনায় চীন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভালো হবে। তিনি হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ফিলিস্তিনিদের আস্থার সংকটের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইউক্রেনকে সম্ভবত পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে চাইছে যুক্তরাষ্ট্র। ইউক্রেনকে এভাবে ফেলে আসা আবারও প্রমাণ করে যে ওয়াশিংটন অংশীদার হিসেবে বিশ্বস্ত নয়। মার্কিন সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে ইউক্রেন যদি হেরে যায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও নতুন বন্ধু বানানো কঠিন হয়ে যাবে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র অবিশ্বস্ত, এমন ধারণা আরও জোরালো হবে। আর প্রত্যেকেই যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতে অন্য কোনো দেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করবে। সেই দেশ হতে পারে ইরান, রাশিয়া কিংবা চীন।

এখন দেখার বিষয়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জেলেনস্কির প্রতিক্রিয়া কী। তিনি কি পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন, নাকি রাশিয়ার সঙ্গে নিজেই বসবেন? তিনি কি মনে করছেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যতটা হারাবেন, মস্কোর সঙ্গে যেকোনো চুক্তিতে তিনি ততটাই কম পাবেন? তবে একটা বিষয় সুনিশ্চিত, আমেরিকার বন্ধু ও অংশীদারেরা আংকেল স্যামের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে ব্যাপক সংশয়ে পড়েছেন।

জানা অজানা

ভারত শ্রীলঙ্কার ফেরী ব্যবস্থার পুনরুত্থান একটি ভূরাজনৈতিক সাফল্য

অর্ক গোস্বামী

প্রায় চার দশক পরেপুনরায় ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে ফেরী সার্ভিস চালু হলো গত চোদ্দোই অক্টোবর, শনিবার। ঘন্টা চারেকের নতুন এই সার্ভিসের রুট হলো তামিলনাড়ুর নাগাপাট্টিনাম থেকে শ্রীলংকার জাফনার কঙ্কেশনথুরাই অবধি। দুই দেশের মধ্যে এই সামুদ্রিক যোগযোগ ব্যবস্থা শতাধিক বছর পুরোনো। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে ১৯৮২ অবধি ইন্দো-সিলোন এক্সপ্রেস যা বোট মেইল নামে জনপ্রিয়, চেন্নাই থেকে কলম্বো অবধি যাতায়াত করতো! যদিও গৃহযুদ্ধের আবহে ১৯৮২ সালে এই পরিসেবা বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৯ সালে গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে পুনরায় এই ফেরী পরিসেবা শুরু করবার চেষ্টা শুরু হয়। ২০১১ সালে দুই দেশের মধ্যে সমুদ্রপথে যাত্রিক পরিবহন বিষয়ক একটি মৌ চুক্তি সাক্ষরিত হয়। যদিও সেই পরিসেবা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তারপরেও তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম থেকে শ্রীলঙ্কার তালাইমান্নার এবং করাইকল থেকে কঙ্কেশনথুরেই এর মধ্যে যাত্রি পরিবহনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। আগামী দিনের যাত্রীভারের কথা ভেবে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের সহায়তায় তামিলনাড়ু মেরিটাইম বোর্ডের অধীনে থাকা নাগাপট্টিনাম বন্দরটির সংস্কার করা হয়েছে! সাম্প্রতিক অতীতে শ্রীলংকার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে চিনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ভারতকে চিন্তায় ফেলে ছিলো। পাশাপাশি মালদ্বীপে চিনাপন্থী প্রার্থী ভোটে জয় ভারতের ওপর চাপ বাড়িয়ে তোলে। চিনের বেল্ট এন্ড রোড উদ্যোগের জবাবে ভারতও চার বিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়ে শ্রীলংকাকে আর্থিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করেছিলো। ভূরাজনৈতেক ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্রীলংকাকে তাই কনফিডেন্স জোনে রাখা ভারতের জন্য লাভজনক। এই পরিসেবার মাধ্যমে দুই দেশের আরো নৈকট্য বৃদ্ধি পাবে। দুই দেশের বন্দরের আশেপাশে বেশ কিছু তীর্থস্থান রয়েছে যেমন তামিলনাড়ুর নাগাপট্টিনাম, দুইটা, ভেলানকান্নি, থাঞ্জাবুর, তিরুচিরাপল্লী মাদুরাই এবং শ্রীলংকার দিকে কলম্বো। ফলত দুই দেশের অর্থনীতিতে তীর্থ পর্যটনের গুরুত্ব বাড়বে। পাশাপাশি এই রুটের মাধ্যমে ব্যবসা বানিজ্য বাড়বে পাশাপাশি দক্ষিন ভারতের মেডিকাল ট্যুরিজমের সহায়ক হিসেবে এই পরিসেবার গুরুত্ব অপরিসীম। ১১০ কিমি দীর্ঘ চারঘঃটা ব্যপী এই সমুদ্রযাত্রার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে দুটি সমস্যা দেখা দিয়েছে, এক, ওয়ানওয়ে টিকিটের দাম ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭৬০০ টাকা যা সাধারন মানুষের পক্ষে বহন করা কঠিন এবং দুই, জনপ্রিয় ট্রাভেল পোর্টাল গুলিতে টিকিট বুকিং করার ব্যবস্থা নেই। আশা করা যায় খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যা গুলি কাটিয়ে ওঠা যাবে এবং ভারত শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে।

সাময়িকী

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে কৃষকভোট

অর্ক গোস্বামী
কলামিস্ট

মাস পোহালে পাঁচ রাজ্যে ভোটের দামামা বেজে যাবে। রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং মিজোরামের অর্থনীতি তে কৃষিক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সবকটি রাজ্যে জাতীয় গড় অপেক্ষা বেশি সংখ্যক মানুষ কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল! ফলত ঃআগামী নভেম্বরের ভোটে এই রাজ্যে গুলিতে কৃষিজীবী মানুষদের ভোট নির্বাচনের ফলাফলে ভালরকম প্রভাব ফেলবে। ২০২২-২৩ সালে দেশের মোট জাতীয় আয়ের ১৮.৪ শতাংশ এসেছে কৃষিক্ষেত্র থেকে এবং ৪৫.৮ শতাংশ মানুষ কৃষিকার্যের ওপর নির্ভরশীল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, এবং রাজস্থানের ক্ষেত্রে এই অনুপাত আরো বেশি। মধ্যপ্রদেশে ক্ষেত্রে রাজ্যের সামগ্রিক উৎপাদনে কৃষি থেকে মোট মুল্য সংযোজনের (গ্রস ভ্যলু অ্যাডেড) পরিমান ৪৪. ২ শতাংশ, যা দেশের মধ্যে সর্বাধিক। রাজস্থানের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ২৮.৯ শতাংশ, এবং ছত্তিসগড়ের ক্ষেত্রে ২১.৭৯ শতাংশ। অপর দিকে ছত্তিসগড়ের মোট কর্মক্ষম জনতার ৬২.৬ শতাংশ জীবনজীবিকার জন্য কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রে এই শতাংশ ৫৯.৮ এবং রাজস্থানের ৫৪.৮ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। তেলেঙ্গানা রাজ্যের ক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্র থেকে রাজ্যের অর্থনীতিতে মোট মুল্য সংযোজন. যদিও জাতীয় গড়ের (১৮.৪) থেকে কম, ১৭.৭ শতাংশ তবে রাজ্যের ৪৭ .৩ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল।মিজোরামের অর্থনীতিতেও কৃষিক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজ্যের ৬০ শতাংশ মানুষ কৃষিনির্ভর জীবন যাপন করেন এবং রাজ্যের মোট আয়ের ১৯ শতাংশ কৃষি থেকে আসে। তাই বলা বাহুল্য যে এই পাঁচটি রাজ্যের কৃষিবিষয়ক ইস্যু গুলি ভোটের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে! যে দল কৃষিসংক্রান্ত সমস্যা গুলির সমাধানে সঠিক দিশা দেখাতে পারবে তারাই নির্বাচনে এগিয়ে থাকবে বলাই বাহুল্য।

এবার একে একে দেখা যাক কোন রাজ্যে চিত্র কিরকম?

রাজস্থানের মোট বপন যোগ্য জমির পরিমান ১৮০.৩ লাখ হেক্টর এবং ভারতের রাজ্য গুলির মধ্যে সর্বাধিক কৃষি বিবিধতা দেখা যায় এই রাজ্যে। দুধ উৎপাদনে সর্বোচ্চ এই রাজ্যের নির্বাচনে অন্যতম ইস্যু হতে চলেছে গোলাপি বলওর্মের আক্রমনে ক্ষতিগ্রস্থ তুলা যা আটলাখ হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়েছিলো। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শ্রীগঙ্গানগর এবং হনুমানগড় জেলা চাষিরা। তাই এই দুই জেলার সমস্যার সমাধান নাহলে এখানকার ভোটাররা ভোট বাক্সে সুইং ধরিয়ে দিতে পারে! এরপরে আসে মধ্যপ্রদেশ। মোট বপন যোগ্য জমির পরিমাণ ১৫৫ লাখ হেক্টর, যদিও রাজস্থানের থেকে কম কিন্তু দেশের সর্বাধিক চাষযোগ্য জমি রয়েছে এই রাজ্যে, যার পরিমান ২৮২.৮ লাখ হেক্টর। সেচ সংস্কার, খালের কংক্রিট লাইনিং, এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও বিগত দু বছর ধরে রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফসল সোয়াবিনের দাত পড়তির দিকে। দিবস মান্ডি তে কুইন্টাল প্রতি সোয়াবিনের বর্তমান দাম ন্যুনতম সহায়ক মুল্যের চেয়ে কম। চাষিরা বাধ্য হচ্ছেন কমদামে ফসল বিক্রি করতে। দুবছর আগেও কুইন্টাল প্রতি সোয়াবিন ৬০০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এই সমস্যার সমাধান না হলে এর প্রভাব অন্যান্য চাষিদের ওপরেও পড়তে পারে। কৃষিক্ষেত্রে তেলেঙ্গানা সরকারের তুরুপের তাস রায়তু বন্ধু প্রকল্প। ২০১৮ সালের মে মাসে প্রকল্পের সূচনা পর্বে চাষযোগ্য জমির হেক্টর প্রতি ৪০০০ টাকা করে প্রতি মরশুমে সরকারী বিনিয়োগ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে টাকার পরিমান বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া কালেশ্বরম সেচ প্রকল্পের অধীনে এসেছে এমন জমির পরিমান ৬২.৫ লাখ একর থেকে বেড়ে বর্তমানে ১৩৫ লাখ ছুঁয়েছে! কাকাতিয়া মিশনের অধীনে গ্রামের জলাশয় গুলির পুনরুদ্ধার করার ফল সরাসরি কৃষকদের জন্য লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। কৃষি উৎপাদনে দেশে অষ্টম স্থান(সপ্তম স্থানে পশ্চিমবঙ্গ) অধিকার করলেও সরকারী উদ্যোগে কৃষিজশষ্য সংগ্রহে ছত্তিসগড়ের স্থান তৃতীয়, পাঞ্জাব এবং তেলেঙ্গানার পরেই! ২০২২-২৩ সালে গোটা দেশের মধ্যে ছত্তিসগড়ের কৃষকরা ধানের ক্ষেত্রে ৬০০ টাকা বোনাস সমেত সর্বাধিক সহায়ক মূল্য পেয়েছেন। সাধারণ ধানের ক্ষেত্রে ২৬৪০টাকা প্রতি কুইন্টাল এবং এ গ্রেড ধানের ক্ষেত্রে ২৬৬০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। আগামী নির্বাচনে জেতার পরে ছত্তিসগড় সরকারকে আরো উন্নততর কৃষি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হবে। মিজোরামের মূল সমস্যা হলো দুর্বল সেচ ব্যবস্থা ফলে মোট বপন যোগ্য জমির ১০ শতাংশেরও কম জমি সেচের আওতায় আনা গিয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ জমি একফসলি। পাশাপাশি ঝুম চাষের প্রবনতা থাকায় কৃষিকাজের সামগ্রিক উন্নয়ন বহুলাংশে ব্যাহত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সরকারকে আরো বেশি উদ্যোগ নিয়ে রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

পাঠকের চিঠি

পরিবেশ বান্ধব কংক্রিটের ব্যবহার প্রয়োজন

গোটা বিশ্বে কার্বন ডাই অক্সাইডের বেড়ে চলা পরিমান বিজ্ঞানী থেকে সাধারন মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। সারাবিশ্বে জলের পরেই দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্যবহৃত দ্রব্য হলো কংক্রিট। সাধারন মানুষের ঘর বাড়ি থেকে বুর্জ খালিফা সকল স্থাপত্যের সৃষ্টির পিছনে কংক্রিটের অবদান অনস্বীকার্য। তবে কংক্রিট উৎপাদন সম্পুর্নরুপে পরিবেশ বান্ধব নয়। কংক্রিটের অন্যতম উপাদন সিমেন্ট। এই সিমেন্ট উৎপাদনের সময় প্রচুর পরিমানে তৈরি হওয়া কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবেশ দুষণের অন্যতম উপাদান হিসেবে ক্রমাগত চিন্তার কারন হয়ে দাড়িয়েছে! সমীক্ষায় দেখা গেছে বিশ্বের সামগ্রিক কার্বন নিঃসরণের প্রায় আট শতাংশ সিমেন্ট শিল্প থেকে নিঃসৃত হয় যা বিমান পরিবহনের থেকে নির্গত কার্বনের তিনগুন। এমতাবস্থায় কিছু পরিবেশ বান্ধব পদক্ষেপ এই বিপুল পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে সহায়ক হতে পারে। প্রথমত সিমেন্টের বদলে তাপবিদ্যু কেন্দ্র থেকে নির্গত ফ্লাই অ্যাশ কংক্রিট তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত সিমেন্ট উৎপাদনের সময়ে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের বদলে ক্যালসিয়াম সিলেকেটের ব্যবহার নিঃসন্দেহে কার্বন ডাই অক্সাইডের নিঃসরণ কমাবে! ইতিমধ্যে বেশকিছু সিমেন্ট কারখানা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে সুফল পেয়েছে। বিশ্বের অন্যতম দুষণকারী শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পরিবেশ বান্ধব করে তুলতে এই জাতীয় একাধিক প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন।

অর্ক গোস্বামী, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রাজ্যের ৬৯৫৩ টি দুর্গাপূজা কমিটিকে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেবিনেটে

বলপূর্বক চাঁদা সংগ্রহ বর্জন করার জন্য সরকারের আহ্বান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ঘোষনা অনুযায়ী কাজ। দুর্গাপূজা কমিটিগুলোকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে মঙ্গলবারে অনুষ্ঠেয় কেবিনেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সোমবার রাতে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য অনুসারে মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের ৬৯৫৩ টি দুর্গাপূজা কমিটিকে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত চাঁদা সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া উচিত বলে উল্লেখ করে দুর্গাপূজা কমিটিগুলোকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মূলত তিন বছর পুরানো পূজা কমিটি গুলোকে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি। সোমবার ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কিছু সময় কাটানোর পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন চাঁদা সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া উচিত। চাঁদা শুধুমাত্র ভক্তদের থেকে নেওয়া উচিত। সনাতন ধর্মের অনুযায়ী দুর্গাপূজা হবে অথচ মারওয়াড়ি থেকে চাঁদা নিয়ে সেই পূজা করলে সেটা মা গ্রহণ করবেন না। সেই জন্য হুলুস্থল করে চাঁদা না নিয়ে সেটা শুধুমাত্র ভক্তদের থেকে নেওয়া উচিত। যেভাবে বিহু আয়োজকদের আর্থিকভাবে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। ঠিক একই ভাবে তিন বছরের পুরানো পূজা কমিটি গুলোকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর জনতা ভবনের মুখ্যমন্ত্রীর সভাকক্ষে আযোজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন দুর্গাপূজার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অসীম সরকার এদিনের কেবিনেট বৈঠকে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই হিসাবে রাজ্যের যে দূর্গা পূজা গুলো তিন বছর থেকে অধিক সময় পুরানো অর্থাৎ যে কমিটি গুলো তিন বছরের বেশি সময় ধরে দুর্গাপূজা আযোজন করে আসছে সেই দুর্গাপূজা কমিটিগুলোকে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। তিন বছরের অধিক সময় ধরে দুর্গাপূজা আযোজন করা এই ধরনের রাজ্যে মোট ৬৯৫৩ টি কমিটি রয়েছে বলে তিনি জানান। মন্ত্রী বলেন এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সরকারের হাতে একটি তালিকা এসে পড়েছে। সেই তালিকা অনুযায়ী তিন বছরের পুরনো মোট ৬৯৫৩ টি দুর্গাপূজা কমিটি রয়েছে। এবার এই দুর্গাপূজা কমিটি গুলোকে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে। যাতে দুর্গা পূজা গুলো সুন্দরভাবে উদযাপন করা যায় বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন দূর্গা পূজা কমিটিগুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও এর পাশাপাশি প্রতিটি পূজা কমিটির জন্য একটি আহ্বানও রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকে অনুরোধ করছেন যাতে দুর্গাপূজা কমিটি গুলো কোনো ধরনের বলপূর্বক চাঁদা সংগ্রহ না করে। অর্থাৎ সরকার আর্থিকভাবে সাহায্য প্রদান করলেও সঙ্গে এটাও অনুরোধ করেছে যাতে কোনো ধরনের বলপূর্বক চাঁদা সংগ্রহ করার থেকে পূজা কমিটি গুলো বিরত থাকে। তিনি সঙ্গে জানান জীবন্ত এবং পরম্পরাগত ভাবে রাজ্যে যে রাস উৎসব আযোজন করা হয় সেক্ষেত্রেও আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ক্যাবিনেটে বিবেচনা করা হয়েছে। পরবর্তী রাস উৎসবের প্রাক মুহূর্তে এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ভাবে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রযোজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। এমনকি আগামী বছর থেকে চা বাগান আদিবাসীদের উল্লেখযোগ্য উৎসব করম পূজা আযোজকদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত মন্ত্রী সরকারি আমলাদের গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায়

রাজ্যের ১৫ টি মহাবিদ্যালয় এবং ৩০০ বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ সিদ্ধান্ত, ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে শিক্ষা পক্ষ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্যের প্রতি জন মন্ত্রী, সরকারি অফিসার এবং স্থান সাপেক্ষে বিধায়কদের গ্রামে যাওয়ার কথা ইতিমধ্যে বারংবার উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরে একরাত্রি যাপন করা হিসাবে মন্ত্রী তথা সরকারি আমলাদের গ্রামে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তবে সেপ্টেম্বর অক্টোবরে সেটা সম্ভব না হলেও এবার আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত মন্ত্রী সরকারি আমলাদের গ্রামে যাওয়ার ক্ষেত্রে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া একই সময়ে রাজ্যে শিক্ষা পক্ষ আযোজন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি ১৫ টি মহাবিদ্যালয় এবং ৩০০ বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের স্বপক্ষে মত দিয়েছে মন্ত্রিসভা। প্রসঙ্গত মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবন অসম সচিবালয়ে মঙ্গলবার আযোজিত মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রীর সভাকক্ষে আযোজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন রাজ্যের প্রতিজন মন্ত্রী এবং সরকারি অফিসারদের গ্রামে যাওয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদিনের কেবিনেটে আলোচনা অনুসারে আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত মন্ত্রী সরকারি আমলাদের গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিনি বলেন ২৫ ডিসেম্বর প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন। সেই দিনটিকে গুড গভর্নেন্স দিন হিসেবে উদযাপন করা হয়। ফলে সেদিন অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিজন মন্ত্রী ন্যূনতম ৫ দিন করে গ্রামে থাকার সিদ্ধান্ত হয়। এক্ষেত্রে মোট পাঁচটি জোন সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি জোনে প্রত্যেক মন্ত্রী একদিন হলেও যেতে লাগবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

উদাহরণ স্বরূপ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন উজান অসমের জন্য একটি জোন সৃষ্টি করা হয়েছে। নিম্ন অসমের একটি জোন, বিটিআর এর জন্য একটি জোন, নর্থ ব্যাংকের একটি জোন, বরাক উপত্যকা এবং পার্বত্য এলাকার জন্য একটি জোন এভাবে মোট ৫ টি জোন সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রত্যেক মন্ত্রী একদিন করে হলেও এক একটি জোনে থাকতে হবে। এমনকি তাদের সেখানে রাত্রি যাপন করতে হবে। প্রতিজন মন্ত্রীর পাঁচটি জোনে একদিন করে থেকে সেখানে স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে হবে। অর্থাৎ এই পাঁচটি জোন ক্রমে উজান অসম, নিম্ন অসম, বিটিআর, বরাক উপত্যকা এবং পার্বত্য এলাকা এবং নর্থ ব্যাংক। মূলত সাধারণ শাসন ব্যবস্থা গ্রামে নিয়ে যাওয়া তথা গ্রামের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে প্রতিটি বিষয় মন্ত্রীদের জানা ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়ে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন গুড গভর্নেন্স দিন থেকে এক্ষেত্রে কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে শিক্ষা পক্ষ হিসাবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেবিনেট। ফলে মন্ত্রিসভার নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত এই সময়কে শিক্ষা পক্ষ হিসাবে উদযাপন করা হবে। এই শিক্ষা পক্ষ সময়কালে ৪০০ এর অধিক শিক্ষানুষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্থ স্থাপন কিংবা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। এই সময়ের মধ্যেই রাজ্যের চা বাগান এলাকায় ১০০ টি নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া ৩০০ টি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভালো বিদ্যালয় গুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য ৭ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। তাছাড়া এই শিক্ষা পক্ষ সময় কালেই রাজ্যের ১৫ টি মহাবিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে আদালতে সরকারের তরফে থাকা প্রায় ৩৫০ আইনজীবীদের চাকরি নিয়মিত সরকারিকরণ করার ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত

রাজ্যের কনভেনশন রেট বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কেবিনেটের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ দূর্গা পূজার প্রাক মুহূর্তে রাজ্যের একাংশ আইনজীবীদের জন্য খুশির খবর।পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে আদালতে সরকারের তরফে থাকা প্রায় ৩৫০ আইনজীবীদের চাকরি নিয়মিত সরকারিকরণ করার ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাইরেক্টর অফ পাবলিক প্রসিকিউশন স্থাপন করার পাশাপাশি এর অধীনে সম্পূর্ণ নিয়মিত নিযুক্তির মাধ্যমে প্রায় ৩৫০ জন পাবলিক প্রসিকিউটর, অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর নিযোগ করবে সরকার। এক্ষেত্রে সবিস্তার তথ্য জানিয়ে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন মূলত রাজ্যের কনভেনশন রেট বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কেবিনেট এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

মন্ত্রী বলেন ডাইরেক্টর অফ পাবলিক প্রসিকিউশন অর্থাৎ পাবলিক প্রসিকিউশন সঞ্চালকালয়ের অধীনে প্রত্যেক জেলাতে থাকা পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে আদালতে সরকারের তরফে কর্মরত প্রত্যেক আইনজীবীর চাকরি নিয়মিত সরকারিকরণ করা হবে। নিয়মিত সরকারি চাকরির অধীনে তাদের পাবলিক প্রসিকিউটর, অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর, এডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে নিযুক্তি দেওয়া হবে। যেহেতু তাদের নিয়মিত নিযুক্তিকরণ করা হবে ফলে গতানুগতিক পদ্ধতিতে তাদের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ট্রান্সফার পোস্টিং করা হবে। এর মাধ্যমে অসমের আইনি ব্যবস্থা সুদৃঢ় এবং সুশৃঙ্খলিত করা সম্ভব হবে। তাছাড়া এই সিদ্ধান্তের অন্যতম উদ্দেশ্য রাজ্যের কনভেনশন রেট বৃদ্ধি করা বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবন অসম সচিবালয়ে মঙ্গলবার আযোজিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেবিনেট বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রীর সভাকক্ষে আযোজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া জানান ২০২৪ সালের সরকারি বন্ধের তালিকা ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য ২০২৪ সালের বন্ধের তালিকায় অনুমোদন জানিয়েছে মন্ত্রিসভা। এর মাধ্যমে ৩৬ দিন সম্পূর্ণ সরকারি ছুটি, ৩০ দিন সীমিত বন্ধ এবং ২ দিন অর্ধ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া কামরূপ মহানগর জেলার জন্য প্রশাসনকে ২ দিন স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা করা এবং অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো ১ টি দিন স্থানীয় প্রশাসনকে বন্ধ ঘোষণা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভূমিপুত্র জমিহীন পরিবারদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন মিশন বসুন্ধরা ২.০ অধীনে বাড়ি নির্মাণের উদ্দেশ্যে ১২৩টি ভূমিপুত্র ভূমিহীন পরিবারদের পক্ষে জমি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। এর মধ্যে চড়াইদেউ এর ১০৫ টি পরিবার এবং দরঙের ১৮ টি পরিবার রয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা এসডিএলসির অনুমোদন এবং অভিভাবক মন্ত্রীদের দ্বারা পর্যবেক্ষণের পর ইতিমধ্যে ৫৫ হাজারের অধিক ভূমিহীন পরিবারের জমি সংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী জানান মিনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের জন্য অবসরের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। সেই হিসাবে মিনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের প্রত্যেক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকাদের জন্য সেবা ত্যাগ করার তারিখ ৬০ বছর বয়স সম্পূর্ণ করা অথবা তার ঠিক পরের বছর ৩০ এপ্রিল হতে হবে। সেই অনুযায়ী তাদের সেবা বন্ধ করা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করণের উদ্দেশ্যে অসম আর্থিক নিগমের ২০২৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৫৪ কোটি টাকার বকেয়া ঋণ এবং ১০.৯২ কোটি টাকার বকেয়া সুদ নিগমের ইকুইটি মূলধনে রূপান্তর করা হবে। এটা নিগমের ইকুইটি মূলধনের আধারের ব্যবধান হ্রাস করার পাশাপাশি এটাকে এমএসএমই, মাইক্রো ফাইন্যান্স, পর্যটন, স্বাস্থ্য সেবা উৎপাদন ইত্যাদির মতো বিভিন্ন খন্ডের ঋণ প্রদান কার্য অব্যাহত রাখার জন্য তথা যথাসময়ে আত্ম স্থিরতা প্রাপ্ত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। তিনি বলেন মন্ত্রিসভার বৈঠকে চিকিৎসকদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকরী হওয়া করে স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে চিকিৎসকরা প্রতি পাঁচ বছরের সেবা মেয়াদে একবার করে নন প্রেক্টিসিং এলাউন্স এর অপ্ট ইন এবং অপ্ট আউটের সুবিধা পাবেন। তাছাড়া চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য অফিসার এক পদবী থেকে স্বাস্থ্যসেবা সঞ্চালক পদবী পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে কাজ করা প্রত্যেক চিকিৎসকের জন্য এনপিএ শুরু করা হবে। এর মাধ্যমে চিকিৎসকরা ব্যক্তিগত অনুশীলন করতে না পারার পরিস্থিতিতে আর্থিক বিষয়ে চিন্তা না করে রোগীদের উচ্চ মানদণ্ডের সেবা প্রধান করতে উৎসাহিত হবেন বলে মনে করছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

অন্যদিকে ভারতের নির্বাচন কমিশনের বিধানসভা এবং লোকসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠন এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজ্যের সেচ বিভাগে ষষ্ঠ তফসিলি এলাকার বাইরের প্রশাসনিক গোষ্ঠীগুলো ক্রমে সার্কেল সংমন্ডল এবং উপসংমন্ডল পুনর্গঠন করা হবে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন ৪১৭.৩২ কোটি টাকার সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় সাপেক্ষে ২৪ মেগা মেগাওয়াট যুক্ত কার্বি লংপি মধ্য ২ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ন করা হবে। এর মাধ্যমে বিদ্যুতের অভাব হ্রাস করা সম্ভব হবে। তাছাড়া নবীকরণযোগ্য বিদ্যুতের মাধ্যমে রাজ্যের চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে ব্যবধান অল্প পরিমাণ হলেও দূর করা যাবে। এই প্রকল্প ক্ষুদ্র হাইড্রো শ্রেণীর ২৫ মেগাওয়াটের নিচে অন্তর্ভুক্ত ফলে এটার মাধ্যমে পরিবেশ তন্ত্রের ক্ষতি যথেষ্ট হ্রাস করা সম্ভব হবে বলে মতামত ব্যক্ত করছেন তিনি।

এদিকে এআইডিসিকে শক্তিশালী করনের ক্ষেত্রেও কেবিনেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। তিনি বলেন এইচপিসিএল এর সম্পদ কার্যকরী সঙ্গত ভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং সাহায্য প্যাকেজ পরিশোধের জন্য অসম সরকারের গ্রহণ করা সাহায্য প্রদানের স্কিমের অধীনে ৭৫৮.৭৫ কোটি টাকা বিনিযোগের মাধ্যমে এআইডিসিতে রাজ্য সরকারের দ্বারা ইকুইটি বিনিযোগে হিসেবে রূপান্তর করা হবে। অসম সরকারের প্রস্তাবিত বিনিযোগের জন্য এআইডিসির অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের সীমা বর্তমান ১৫৩ কোটি টাকা থেকে ১০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। এআইডিসিকে এক মুখ্য উদ্যোগিক উন্নয়ন নিগম হিসাবে শক্তিশালী রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

সিধু কানহু যুব ক্রীড়া ক্লাবের সভাপতি দিগম্বর সিং এবং সম্পাদক পরশুরাম গোরাই নির্বাচিত

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ সরায়কেলা খর্সানা জেলার নিমডিহ ব্লক সভাগারে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার কুমার এস অভিনবের উপস্থিতিতে সিধু কানহু যুব ক্রীড়া ক্লাব গঠিত হয়। এতে দিগম্বর সিং সরদার সভাপতি, পরশুরাম গোরাই সেক্রেটারি এবং শঙ্কর সিং ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দেন চারজন। যার মধ্যে দিগম্বর সিং সর্দার ৬৩ ভোট, মহাদেব সিং সর্দার ১০, কালিপদ টুডু একটি এবং সুখদেব হাঁসদা শূন্য ভোট পান। পরশুরাম গোরাই সর্বসম্মতিক্রমে সেক্রেটারি এবং শঙ্কর সিং ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। হলধর কুমার, জিতেন্দ্র নাথ, রোনালডো মার্ডি, নিরঞ্জন মাহাতো, হরি নারায়ণ সিং, অরুণ সিং, রোহিন সিং সরদার, সুভাষ কুমার মন্ডল, দিনেশ রজক এবং মতিলাল সিং সর্বসম্মতিক্রমে সদস্য নির্বাচিত হন। অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত সভাপতি দিগম্বর সিং বলেন, যুবসমাজকে খেলাধুলায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে উৎসাহিত করাই হবে অগ্রাধিকার। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে যুবসমাজও খেলাধুলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মসংস্থান পাবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক ওয়েলফেয়ার অফিসার প্রেমচাঁদ মার্ডি, সরকারি কর্মচারী সুখলাল মাহাতো প্রমুখ।

শিলচর ও আগরতলা পর্যন্ত দুটি ট্রেনের চলাচল সম্প্রসারণ, দুটি নতুন ট্রেনের পরিষেবাও শুরু

মালিগাঁও(সব্যসাচী দে) ঃ উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির রেল সংযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে শিলচর ও আগরতলা পর্যন্ত দুটি ট্রেনের চলাচল সম্প্রসারণ করা হবে এবং দুটি নতুন ট্রেনের পরিষেবা শুরু করা হবে। ১৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ১৫৬১৭১৫৬১৮ নং. গুয়াহাটি দুল্লভছড়া গুয়াহাটি ত্রিসাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা হবে গুয়াহাটি থেকে এবং ১২৫১৪১২৫১৩ নং. গুয়াহাটি সেকেন্দ্রাবাদ গুয়াহাটির পরিষেবা শিলচর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে ও ট্রেনটি যাত্রার সূচনা করা হবে শিলচর থেকে। এছাড়াও ০৭৬৮৮০৭৬৮৭ নং. আগরতলা সাব্রুম আগরতলা ডেমু ও ১২৫২০১২৫১৯ নং. কামাখ্যা লোকমান্য তিলক (টি) কামাখ্যার পরিষেবা আগরতলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং একই দিনে আগরতলা থেকে যাত্রার সূচনা করা হবে। অসমের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রোফেসর (ড.) মানিক সাহার পাশাপাশি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যথাক্রমে গুয়াহাটি ও আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত থাকবেন। মাননীয় রেলওয়ে, যোগাযোগ এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব অনলাইনের মাধ্যমে যাত্রার সূচনার এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন। এছাড়াও শিলচর ও দুল্লভছড়ায় স্থানীয় সাংসদবিধায়ক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন।

১২৫১৩১২৫১৪নং. (সেকেন্দ্রাবাদ শিলচর সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস ট্রেনটির সম্প্রসারিত পরিষেবার নিয়মিত যাত্রা ২১-১০-২০২৩, শনিবার সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ১৬.৩৫ ঘণ্টায় শুরু হবে এবং সোমবার ২৩.২০ ঘণ্টায় শিলচর পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি শিলচর থেকে বুধবার ১৯.৫০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং শনিবার ০৩.৩৫ ঘণ্টায় সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছবে।

১২৫১৯১২৫২০নং. (লোকমান্য তিলক টার্মিনাস আগরতলা লোকমান্য তিলক টার্মিনাস) এক্সপ্রেস ট্রেনটির সম্প্রসারিত পরিষেবার নিয়মিত যাত্রা ২২-১০-২০২৩, রবিবার লোকমান্য তিলক (টি) থেকে ০৭.৫০ ঘণ্টায় শুরু হবে এবং মঙ্গলবার ১৭.৫০ ঘণ্টায় আগরতলা পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি আগরতলা থেকে বৃহস্পতিবার ০৭.২০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং শনিবার ১৬.১৫ ঘণ্টায় লোকমান্য তিলক (টি) পৌঁছবে।

০৭৬৮৮০৭৬৮৭নং. (আগরতলা সাব্রুম আগরতলা) দৈনিক ডেমু স্পেশাল ট্রেনের নিয়মিত পরিষেবা ২০-১০-২০২৩ থেকে শুরু হবে। ট্রেনটি আগরতলা থেকে ১৩.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে সাব্রুম পৌঁছবে ১৫.৫৫ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি সাব্রুম থেকে ১৬.২০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে আগরতলা পৌঁছবে ১৮.৫০ ঘণ্টায়।

১৫৬১৭১৫৬১৮নং. (গুয়াহাটি দুল্লভছড়া গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস ট্রেনের পরিষেবা ২১-১০-২০২৩ তারিখ থেকে সপ্তাহে তিন দিন অর্থাৎ সোম, বুধ ও শনিবার গুয়াহাটি থেকে ২২.০০ ঘণ্টায় শুরু হবে এবং পরের দিন ০৯.৪৫ ঘণ্টায় দুল্লভছড়া পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি দুল্লভছড়া থেকে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার ১১.১০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং একই দিনে ২৩.১৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। তবে, উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেন ০২৫১৪নং. (শিলচর গুয়াহাটি) শিলচর থেকে ১৫.৫০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন গুয়াহাটিতে ০১.৪০ ঘণ্টায় পৌঁছবে, ০২৫২০নং. (আগরতলা গুয়াহাটি) আগরতলা থেকে ১৫.৫০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৫.২০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে, ০৭৬৮৬নং. (আগতলা সাব্রুম) ডেমু ট্রেনটি আগরতলা থেকে ১৫.৫০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে সাব্রুমে একই দিনে ১৮.১০ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ০৫৬১৭নং. (গুয়াহাটি দুল্লভছড়া) ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে ১৫.৫০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৩.০০ ঘণ্টায় দুল্লভছড়া পৌঁছবে।

সাকিবের প্রশংসায় কোহলি, কোহলির প্রশংসায় সাকিব

কলকাতা ঃ সাকিব আল হাসান ও বিরাট কোহলিবাংলাদেশ ও ভারতের দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের লড়াই বেশ পুরোনো। ওয়ানডে ক্রিকেটে ভারতের তারকা ব্যাটসম্যানকে পাঁচবার আউট করেছেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক। সাকিবের বিপক্ষে কোহলির স্ট্রাইক রেট ৯৪.৬ হলেও গড়ও বেশি নয় (২৮)। ৫০ ওভারের খেলায় সাকিবের ১৪৮ বল খেলে কোহলি রান নিয়েছেন ১৪০। আগামীকাল মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামের বাংলাদেশভারতের বিশ্বকাপের ম্যাচের আগে এই দুজনের ম্যাচআপের বিষয়টি সামনে আসছে। ভারতীয় টিভি চ্যানেল স্টার স্পোর্টসের এক প্রশ্নের উত্তরে কোহলির মুখে 'বোলার' সাকিবের প্রশংসাই শোনা গেল। বাংলাদেশ দলের অধিনায়কের মিতব্যয়ী বোলিংয়ের প্রসঙ্গ টেনে কোহলি বলেন, 'অনেক বছর ধরেই সাকিবের বিপক্ষে খেলছি। তার নিয়ন্ত্রণ অসাধারণ। অভিজ্ঞ বোলার। নতুন বলে ভালো বোলিং করে। ব্যাটসম্যানদের কীভাবে ধোঁকা দিতে হয়, তা জানে। খুব মিতব্যয়ীও।' কোহলিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন সাকিবও। কোহলির প্রসঙ্গে তিনি স্টার স্পোর্টসে বলেছেন, 'সে বিশেষ ব্যাটসম্যান, হয়তো আধুনিক যুগের সেরা ব্যাটসম্যান। আমার মনে হয় আমি ভাগ্যবান, কোহলিকে পাঁচবার আউট করেছি। তার উইকেট নেওয়া অবশ্যই মধুর অভিজ্ঞতা।' কোহলি অবশ্য শুধু সাকিবকে নিয়েই ভাবছেন না। পুরো বাংলাদেশ দলের বোলিং আক্রমণেই চোখ থাকবে কোহলির, 'আপনাকে সব বোলারের বিপক্ষে নিজের সেরাটা দিয়ে খেলতে হবে। আপনি যদি সেটা না করতে পারেন, তাহলে এই বোলাররা আপনার ওপর চাপ সৃষ্টি করবে, তাতে আপনার আউট হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।' ভারতকে গত মাসেই শ্রীলঙ্কায় হয়ে যাওয়া এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে হারিয়েছে বাংলাদেশ। সে ম্যাচে অবশ্য কোহলি একাদশে ছিলেন না। বিকল্প ক্রিকেটারদের নিয়েই ম্যাচটা খেলেছিল ভারত। তবে গত বছরের ডিসেম্বরে ভারতকে ঘরের মাঠে ওয়ানডে সিরিজেও হারান সাকিবরা। ৩ ম্যাচের সিরিজটি বাংলাদেশ ২-১-এ জিতে নেয়। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দল ভালো ছন্দে না থাকলেও বাংলাদেশ দলকে ছোট করতে দেখতে চান না কোহলি। আরও একটা কারণও আছেন। গতকালই উড়তে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছে নেদারল্যান্ডস। এর আগে আফগানিস্তান হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে। এবারের বিশ্বকাপে বড় দল, ছোট দলের আলোচনাটা তাই অমূলক। কোহলিও তাই মনে করেন। তাঁর দৃষ্টিতে, ১০ দলের বিশ্বকাপে কোনো দলই বড় দল নয়, 'বিশ্বকাপে কোনো বড় দল নেই। আপনি যখনই শুধু বড় দলের কথা ভাববেন, তখনই অঘটন ঘটবে।'

আফগানদের বাজে ফিল্ডিং আর ল্যাথামফিলিপসের জুটিতে নিউজিল্যান্ডের ২৮৮

কাবুল ঃ আফগানিস্তানের ফিল্ডাররা রান বিলিয়েছেন। মাঝের ওভারে দ্রুত ৩ উইকেট হারানোর পরও টম ল্যাথাম ও গ্লেন ফিলিপস গড়েছেন দারুণ জুটি। তারপর শেষ দিকের ঝড়। সব মিলিয়ে চেন্নাইয়ে আগে ব্যাটিং করে ৬ উইকেটে ২৮৮ রান করেছে নিউজিল্যান্ড। শেষ ৬ ওভারের মধ্যে দুই থিতু ব্যাটসম্যান ল্যাথাম ও ফিলিপসকে হারালেও নিউজিল্যান্ড তুলেছে ৭৮ রান।

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে উজ্জীবিত আফগানিস্তান আজ টসে জিতে নেয় ফিল্ডিং, দ্বিতীয় ওভারেই উইল ইয়াংকে ফেরানোর সুযোগও আসে। তবে ফজলহক ফারুকির বলে ওঠা ক্যাচটি স্লিপে ফেলেন রহমত শাহ। ফিল্ডিংয়ের দুর্দশার যে সেটি কেবলই শুরু আফগানিস্তানের, তখন সেটি কে জানত!

ইতিবাচক শুরু করা ডেভন কনওয়েকে এলবিডব্লিউ করে আফগানিস্তানকে অবশ্য ব্রেকথ্রু এনে দেন আগের ম্যাচের নায়ক মুজিব উর রেহমান। আফগানিস্তান এরপর পেয়েছিল দ্রুত আরেকটি উইকেটের সুযোগ, এবার কেইন উইলিয়ামসনের অনুপস্থিতিতে আবার তিনে ফেরা রাচিন রবীন্দ্রর ক্যাচ মিড অনে ফেলেন অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহীদি।

দলে ফেরা ইয়াং ও রবীন্দ্রর জুটি এরপর নিউজিল্যান্ডকে এগিয়ে নেয় অনেকটাই। দুজনের ৭৯ রানের জুটিতে কনওয়েকে হারানোর ক্ষতি পুষিয়ে ফেলে অনেকটাই। এরপরই নামে ধস। আফগানিস্তানের এবারের নায়ক আজমতউল্লাহ ওমরজাই। তাঁর এক ওভারে ফেরেন রবীন্দ্র ও ইয়াং। রবীন্দ্র হন বোল্ড, ইয়াং পরিণত হন বাঁ দিকে ডাইভ দিয়ে নেওয়া ইকরাম আলীখিলের দুর্দান্ত ক্যাচে। পরের ওভারে রশিদ খানের লং হপে ড্যারিল মিচেল ফিরলে চাপ বাড়ে নিউজিল্যান্ড, সে সময় ৯ বলের মধ্যে ৩ উইকেট হারায় তারা। ১০৯ রানে ১ উইকেট থেকে ১১০ রানে ৪ উইকেটনিউজিল্যান্ডকে চোখ রাঙাচ্ছিল খারাপ কিছু। কিন্তু টম ল্যাথাম ও গ্লেন ফিলিপস সেটি হতে দেননি। ইনিংস মেরামতের কাজটি তাঁরা করেন দারুণভাবে। সহায়তা করে আফগানদের বাজে ফিল্ডিংও। রশিদের শেষ দুই ওভারে দুবার বেঁচে যান ল্যাথাম, ৩৬ রানে মুজিবের পর ৩৮ রানে দাঁড়ানো কিউই অধিনায়কের ক্যাচ ফেলেন হাশমতউল্লাহ।

ল্যাথাম ও ফিলিপসের জুটিতে শেষ পর্যন্ত ওঠে ১৫৩ বলে ১৪৪ রান, দুজনই পান ফিফটি। মাঝের ওভারে কীভাবে জুটি বড় করতে হয়, সেটি দেখান দুজন। অবশ্য শেষ দিকে দুজনই গতি বাড়ানো শুরু করার পরই থামেন নাভিনউলহকের এক ওভারে। ৭৪ বলে ৬৮ রান করে বোল্ড হন ল্যাথাম, ক্যাচ তোলার আগে ৮০ বলে ৭১ রান ফিলিপসের। তবে দুই থিতু ব্যাটসম্যানকে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হারালেও মার্ক চাপম্যানের ১২ বলে ২৫ রানের ক্যামিওতে নিউজিল্যান্ড পায় ভালো স্কোর। মিচেল স্যাঃটনারকে নিয়ে ১৬ বলেই ৩৩ রান যোগ করেন চাপম্যান।

'কমলায় নৃত্য করে...'

ধর্মশালা ঃ কাগিসো রাবাদা ৩৬তম ওভারে আউট হওয়ার পরই উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বেরসিক শেষ উইকেট জুটিতে লুঙ্গি এনগিডি ও কেশব মহারাজ মিলে ৪৭ বলে ৪১ রান তুলে তাতে বাদ সাধার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ধর্মশালার হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে দর্শকেরা ততক্ষণে বুঝে গিয়েছিলেন, 'কমলা'দের নৃত্য আজ আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না! এমন একটা মুহূর্তের জন্য কত দিন ধরে অপেক্ষায় ছিল ডাচরা? কেউ কেউ বলবেন, ১৪২ বছর!

নেপোলিওনিক (১৮০৩১৮১৫) যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সৈন্যদের হাত ধরে নেদারল্যান্ডসে ক্রিকেটের আগমন। এরপর তো ধীরে ধীরে সেখানে কিছু ক্লাবেরও জন্ম হলো। ১৮৮১ সালে প্রথম ম্যাচ খেলল নেদারল্যান্ডস জাতীয় ক্রিকেট দল। ব্রিটেনের আক্সব্রিজ ক্রিকেট ক্লাব একাদশের বিপক্ষে সে ম্যাচে ২২ জন খেলোয়াড় মাঠে নামিয়েও হারতে হয়েছিল ইনিংস ব্যবধানে। এরপর ১৪২ বছরের এই পথচলায় নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট অন্যদের তুলনায় এগিয়েছে শম্ভুক গতিতে। ১৮৯০ সালে জন্ম হলো রয়্যাল ডাচ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের। ১৯০৯ সালে যাত্রা শুরু করা ইমপেরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স ১৯৬৫ সালে নাম পাল্টে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্স (আইসিসি) হিসেবে আবির্ভাবের পরের বছর সহযোগী সদস্যপদ পায় নেদারল্যান্ডস। তারপর আইসিসি ট্রফি খেলার মধ্য দিয়ে নেদারল্যান্ডস ক্রিকেটের বৈশ্বিক মানচিত্রে পা রাখে ১৯৯৬ বিশ্বকাপে। মাঝে ওয়ানডে খেলার অনুমোদন (স্ট্যাটাস) মিলেছে (২০০৬), চলে গেছে (২০১৪), আবার ফিরেও এসেছে (২০১৮)। ১৮৮১ সালে সেই যে প্রথম খেলতে নেমেছিল নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট দলতখন থেকে হিসাব করলে এই ১৪২ বছরে গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জয়টি নিশ্চিতভাবেই ডাচ ক্রিকেটের সেরা সাফল্য। বড় দলগুলোর বিপক্ষে ডাচরা ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ, জিম্বাবুয়ে ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষেও জয় আছে এই সংস্করণে। আর টিটোয়েন্টির বিশ্বকাপে জয় আছে ইংল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপের জয়টি মাত্রই এগার মাস আগের, অ্যাডিলেডে। কিন্তু ক্রিকেটে বিশ্বকাপ বলতে তো ওয়ানডে সংস্করণের টুর্নামেন্টকেই বোঝায় আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ আসরও এটাই। ২০০৩ টুর্নামেন্টে নামিবিয়া ও ২০০৭ টুর্নামেন্টে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের ১৬ বছর পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছে ডাচরা। আগের দুটি দল আইসিসির সহযোগী সদস্য, দক্ষিণ আফ্রিকা পূর্ণ সদস্য। বিশ্বকাপে টেস্ট খেলুড়ে দলের বিপক্ষে প্রথম জয়গতকাল শেষ উইকেট কেশব মহারাজকে আউট করার পরই তাই আনন্দে ভেসে যাওয়ার কথা ছিল ডাচদের। কিন্তু দেখা গেল উল্টোটা! ইতিহাস গড়ে নাচানাচি দূরের কথা, মাঠ ছাড়ার সময় কমলাজার্সির খেলোয়াড়দের মধ্যে কোনো হেলদোলই দেখা গেল না! মুখে হাসির ছিটেফোঁটা উঁকি দিলেও স্কট এডওয়ার্ডসের দল মাঠ ছেড়েছে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। অথচ মাঠের বাইরে তখন উল্টো চিত্র। গ্যালারিতে গুটিকয়েক 'কমলা' সমর্থক নাচের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়েছেন। ধর্মশালা থেকে উড়োজাহাজে প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটার দূরের শহর আমস্টারডামে উঠল কমলাঢেউ। সাধারণত ব্যাপারটা ফুটবলে দেখা গেলেও নেদারল্যান্ডসে এখন ক্রিকেটার কম নেই। সংখ্যাটা ৬ হাজারের বেশি। সমর্থকসংখ্যা তাই আরও বেশি হওয়ার কথা। বাংলা ভাষার সেই লোকগীতি হয়তো ডাচদের জানা নেই। কিন্তু ধর্মশালা থেকে নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম পর্যন্ত ওই গানটারই সার্থক প্রতিচ্ছবি দেখার অপেক্ষা ছিল'তোমরা দেখ গো আসিয়াকমলায় নৃত্য করে থমকিয়া থমকিয়া...।' অবাক করা বিষয় খেলোয়াড়দের মধ্যে তেমন আনন্দ প্রকাশের ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি! তাই বলে আনন্দ ভর করেনি সেটা ভাবাও ভুল। শরীর ভাষায় হয়তো উদ্বাহু প্রকাশ ছিল না, তবে ক্রিকেট নেদারল্যান্ডস 'এক্স'এ (টুইটার) জানিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ উইকেটটি পড়ার পর গ্যালারি থেকে হিমাচল প্রদেশের ঐতিহ্যবাহী 'নাতি ড্যান্স'এ তাদের স্বাগত জানানো হয়েছে। ডাচরা সে তুলনায় এ জয় উদ্‌যাপন করেছে সামান্যই। মনের ভেতর পুষে রাখা জিদ কি তার কারণ? হতে পারে! গত ৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপে ১৫ জনের স্কোয়াড ঘোষণার পর ক্রিকেট বিশ্বের কাছে একটি আবেদন রেখেছিলেন নেদারল্যান্ডস কোচ রায়ান কুক। তাদের যেন আর 'মিনিয়ন' না বলা হয়। বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলাই ভালো। 'মিনিয়ন' শব্দের অর্থ হলোঅগুরুত্বপূর্ণ কেউ এবং যে সব সময় তার চেয়ে উঁচু স্থানীয়দের নির্দেশ মান্য করে। ক্রিকেটীয় ভাষায় 'ছোট দল' আর কি! তখন রায়ান কুকের সে কথায় ক্ষোভটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, 'লোকে আমাদের প্রায়ই ক্রিকেটমিনিয়ন বলে থাকে। আমরা কিন্তু তা মনে করি না। এমন কিছু বলার অর্থ হলো আমাদের ক্ষমতাকে খাটো করে দেখা।' কোচের এই বক্তব্য কি স্কট এডওয়ার্ডসদের দল মনে রেখেছিল? পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচে হারের পর গতকাল সামনে পড়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকাযাঁরা নিজেদের প্রথম ম্যাচে (শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে) তুলেছে ৪২৮ এবং পরের ম্যাচ (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে) ৩১১ করেও জিতেছে। ক্রিকেটে কুলীন গোত্রের বাইরে থেকে আসা ডাচরা কি না এমন দাপট ছড়ানো দলকেই হারিয়ে দিল! আর এমন জয়ের পর ডাচদের শান্তশিষ্ট মেজাজে মাঠ ছাড়াকে আর যাই হোক স্বাভাবিক বলা যায় না। কমলাজার্সির ছেলেদের মনের মধ্যে 'কমলা' রং নেচেছে ঠিকই, কিন্তু চাহনি ও শরীরী ভাষায় তা অনূদিত না হওয়ার কারণ বোধ হয় সেই 'মিনিয়ন' তকমা! স্বাভাবিক চাহনিতে স্কট এডওয়ার্ডসরা হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন'আমরা নিজেদের কাজটা করলাম, কী বলবে না বলবে সেই সিদ্ধান্ত এখন তোমাদের!' ডাচদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কিছু বিষয় জানিয়ে রাখা ভালো। গত জুনে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়েকে হারিয়েছিল নেদারল্যান্ডস। এরপর অক্টোবরে শুরু হওয়া বিশ্বকাপে মাঠে নামার আগপর্যন্ত তারা কোনো ওয়ানডে ম্যাচ খেলেনি। কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আগেভাগে ভারতে এসেছিল 'ফ্লাইং ডাচম্যান'রা। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বোলার ডেকে নিয়েছে নেটে। প্রস্তুতি ম্যাচে হেরেছে ভারতের রাজ্য দল কর্ণাটকের কাছে। আর নেদারল্যান্ডস দলের বেশির ভাগ ক্রিকেটারই পুরোপুরি পেশাদার খেলোয়াড় নন। জীবিকা নির্বাহে অন্য কাজও করতে হয়। তথ্যগুলো জেনে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের 'মিনিয়ন' ডাকার পেছনে যুক্তি খুঁজে পাবেন অনেকে। ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা হয়তো তেমনই। নইলে কী আর বিশ্বকাপ শুরুর আগে ডাচ কোচ রায়ান কুককে উপমহাদেশের দলগুলোর সঙ্গে নিয়মিত খেলার জন্য আর্তি জানাতে হয়! অপেক্ষাকৃত ছোট দলগুলোকে 'মাটির প্রদীপ' বিচার করে বড়রা কেরোসিন শিখা সেজে 'ভাই বলে ডাকো যদি দেব গলা টিপে' বলে যে চোখ রাঙায় নাতা জোর দিয়ে বলা যায় না। মজার ব্যাপার, এই নেদারল্যান্ডস কিন্তু ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে প্রথম বিশ্বকাপেরও আগে। ১৯৬৪ সালে বব সিম্পসনের অ্যাশেজজয়ী অস্ট্রেলিয়াকে অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডেতে হারায় নেদারল্যান্ডস। সে ম্যাচটি খেলা হয়েছিল ম্যাটের উইকেটে। টেস্টখেলুড়ে কোনো দলের বিপক্ষে সেটা ছিল ডাচদের প্রথম জয়। এরপর ১৯৮৯ ও ১৯৯৩ সালে হেরেছে ইংল্যান্ড একাদশও। পরের বছর হান্সি ক্রনিয়ে এবং গ্যারি কারস্টেনদের দক্ষিণ আফ্রিকাও হেরেছিল ডাচদের কাছে।

বাইডেনের সঙ্গে বুধবারের বৈঠক বাতিল ফিলিস্তিন, জর্ডান এবং মিশরের

গাজা (ওয়েবডেস্ক)ঃ গাজার একটি হাসপাতালে মঙ্গলবার রাতে বিস্ফোরণের ফলে শত শত মানুষের মৃত্যুর পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে বুধবারের অনুষ্ঠিতব্য বৈঠক বাতিল করে দিয়েছেন আরব নেতৃবৃন্দ। তবে, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের তেল আবিব সফর বাতিল হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি অবশ্য বলেছেন, জর্ডান সফর বাতিলের সিদ্ধান্ত 'উভয় পক্ষের সম্মতির' ভিত্তিতে নেয়া হয়েছে।

ইসরায়েল সফর শেষে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে যাওয়ার কথা ছিল প্রেসিডেন্ট বাইডেনের। সেখানে জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ, মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল সিসি এবং ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে বৈঠকের কথা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের।

এদিকে, গাজার হাসপাতালে বিস্ফোরেণের ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি 'সমবেদনা' জানিয়েছেন মি. বাইডেন। মি. কিরবি জানিয়েছেন, ইসরায়েল সফরে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংক্ষিপ্ত 'রুদ্ধদ্বার বৈঠক' করবেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন।

এই ঘটনায় কোন পক্ষই এখনো হামলার দায় স্বীকার করেনি। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বলছে, ইসরায়েলি বিমান হামলার কারণে ওই বিস্ফোরন হয়েছে।

তবে, ইসরায়েলি কর্মকর্তারা বলছেন 'ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ' নামে একটি গ্রুপের ছোঁড়া রকেট ভুল করে ওই হাসপাতালে পড়েছে। হামাসের পর দ্বিতীয় শক্তিশালী ওই ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীটি অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এদিকে, গাজার আল আহলি হাসপাতালে বিমান হামলায় নিহতদের উদ্দেশ্যে তিন দিনের শোক পালনের ঘোষণা দিয়েছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

গাজায় হাসপাতালে বিস্ফোরেণের পর আল আহলি আরব হাসপাতালের একজন চিকিৎসক একে 'গণহত্যা' বলে বর্ণনা করেছেন।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে, সেটি খ্রিষ্টান মিশনারিদের পরিচালিত একটি হাসপাতাল, যার সঙ্গে হামাসের কোনও সম্পর্ক নেই।

মঙ্গল আর বুধবার মাঝরাতে আল আহলি আরব হাসপাতাল থেকে যে ভিডিও পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা।

রক্তাক্ত হতাহতদের স্ট্রেচারে করে অন্ধকারের মধ্যেই বার করে আনা হচ্ছে। হাসপাতালের বাইরে ধ্বংসস্তূপ, রাস্তায় পড়ে রয়েছে মৃতদেহ আর বিধ্বস্ত যান বাহন।

একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একটি রকেট আছড়ে পড়ছে আর তারপরেই লাগাতার বিস্ফোরণ ঘটছে।

আমরা হাসপাতালে অপারেশন করছিলাম, হঠাৎই একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ হয় আর অপারেশন রুমের ছাদটাই পুরো ভেঙ্গে পড়ে। এটা একটি গণহত্যা, বলছেন ডঃ ঘাসান আবু সিত্তাহ। তিনি মেডেসিনস সানস ফ্রন্টিয়ারস এর প্লাস্টিক সার্জন।

যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করতে এসেছেন তিনি। আহলি আল আরব হাসপাতালটি অ্যাংলিকান চার্চের অর্থায়নে চলে। চার্চ দাবী করেছে তাদের হাসপাতালটি গাজার কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

ওই হাসপাতাল প্রাঙ্গণে গত সপ্তাহের শেষ দিক থেকে প্রায় ছয় হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ ফিলিস্তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জাহের কুহাইল বিবিসিকে বলেন, তিনি যা দেখেছেন তা 'কল্পনারও বাইরে'।

তার কথায়, আমি একটি এফ১৬ বা এফ৩৫ (যুদ্ধ বিমান) থেকে দুটি রকেট আসতে দেখেছি। ওই দুটো বিমান থেকে মানুষের ওপরে গোলাবর্ষণ করেছে, তাদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

বিস্ফোরণের ফলে আগুন লেগে অনেক লোক মারা গেছে। প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব ছিল।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ৫০০ জন নিহত হয়েছে এবং ধ্বংসস্তূপের নিচে আরো শতাধিক মানুষ আটকা পড়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

'অতি সত্বর' যুদ্ধবিরতির আহ্বান জাতিসংঘ মহাসচিবের গাজায় হাসপাতালে হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সেখানে 'অতি সত্বর' যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন।

বেইজিংয়ে এক ফোরামে বক্তব্য দেয়ার সময় তিনি এই আহ্বান জানান। ওই ফোরামে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও উপস্থিত ছিলেন।

মি. গুতেরেস বলেছেন, তিনি সেখানকার অবর্ণনীয় দুর্ভোগ বন্ধে অতি সত্বর যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাচ্ছেন...সেখানে বহু মানুষ এবং তাদের ভাগ্য এক অনিশ্চয়তার মুখে রয়েছে।

ওই হামলার কঠোর নিন্দা জানিয়ে হতাহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন তিনি।

এদিকে, জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থার প্রধান ভল্কার তুর্ক হাসপাতালে হামলার ঘটনাকে 'সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য' বলে অভিহিত করেছেন।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, আমরা এখনো এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে পুরোপুরি জানতে পারিনি। তবে এটা পরিস্কার যে অবিলম্বে সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে।

ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল যে তারা হাসপাতালগুলিকে লক্ষ্য বস্তু করে না। পরে আইডিএফের প্রধান মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি এক ভিডিও বিবৃতিতে বলেন, অপারেশনাল ও ইন্টেলিজেন্স ব্যবস্থাপণা খুঁটিয়ে দেখে আর জিজ্ঞাসাবাদের পরে এটা স্পষ্ট যে আইডিএফ গাজার হাসপাতালে হামলা চালায়নি।

তিনি বলেন, জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক জিহাদ এর ছোঁড়া রকেটই হাসপাতালটিতে আঘাত করেছে।

সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলের দিকে নির্বিচারে ছোড়া হাজার হাজার রকেটের মধ্যে ৪৫০টি গাজার অভ্যন্তরে পড়েছে, যা বেসামরিক নাগরিকদের বিপদে ফেলেছে, মন্তব্য মি. হাগারির।

ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে তারা ওই সময় গাজা শহরের আশপাশে কোনো কার্যক্রম চালায়নি।

গাজার হাসপাতালে বোমা হামলার পর বেশ কয়েকটি বড় শহরে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।

বিবিসি সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন পশ্চিম তীরের বেশ কয়েকটি শহরে রাতেই ফিলিস্তিনিরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেন। বিভিন্ন জায়গায় তারা পাথর ছুঁড়তে থাকেন নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে।

সেখানে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া হয়। এক পর্যায়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে নিরাপত্তা বাহিনী কাঁদানে গ্যাস ও স্টান গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। অন্যদিকে লেবাননের রাজধানী বেইরুতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের সামনে হাসপাতালে বিস্ফোরণের ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা জড়ো হয়। এছাড়া ফরাসি দূতাবাসের বাইরে আরেকটি দল জড়ো হয় এবং ভবনটি লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ে বলে জানা গেছে।

এর বাইরে ত্রিপোলি এবং লিবিয়ার অন্যান্য শহরেও শত শত মানুষ ফিলিস্তিনি পতাকা বহন করে এবং গাজাবাসীদের সমর্থনে স্লোগান দেয়।

টুকরো খবর

গাজায় হাসপাতালে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ৫০০ জন নিহত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ

গাজা ঃ গাজার একটি হাসপাতালে বিমান হামলায় অন্তত পাঁচশো মানুষ নিহত হয়েছেন বলে গাজার স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখপাত্র জানিয়েছেন। অন্যদিকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র বলছেন এই ঘটনা কীভাবে হল তা তাদের জানা নেই, তারা খোঁজ নিচ্ছে। বিবিসি সংবাদদাতারা এই খবরগুলি পৃথকভাবে নিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন। প্রাথমিক ভাবে যেটা জানা যাচ্ছে য গাজা ভূখন্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ব্যাপটিস্ট হসপিটালে এই বিমান হামলা হয়েছে। এর আগে জানা যায় যে গাজা ভূখন্ডের একটি বিদ্যালয়ের ওপরেও বিমান হামলা হয়। জাতিসংঘ বলেছে ওই হামলায় অন্তত ছয়জন মারা গেছেন যারা ওই স্কুলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওই বিমান হামলায় আরও অনেকে আহত হয়েছেন বলে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে ইউএনআরডব্লিউএ এক বিবৃতি জারি করে সংস্থাটি বলেছে ভয়াবহ.. আর এটা প্রমাণ করছে যে বেসামরিক নাগরিকদের প্রাণের কোনও দামই নেই! ওই স্কুলটিতে প্রায় চার হাজার শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিলেন, যাদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। বিবিসির সংবাদদাতা টম বেটম্যান আল আহলি আরব হাসপাতালে পৌঁছিয়েছেন। তিনি জানাচ্ছেন, চার দিকে রক্তাক্ত, নিস্তব্ধ মানুষগুলো পড়ে আছেন। বিদ্যুৎ নেই, তাই অন্ধকারের মধ্যেই তাদের স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হচ্ছে। হাসপাতালের বাইরে শব পড়ে আছে, বিধ্বস্ত গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন বিবিসি সংবাদদাতা। কিছু ভিডিও বিবিসির কাছে এসেছে, যেগুলো যাচাই করে দেখা সম্ভব হয় নি। ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে একটা বিরাট বিস্ফোরণ হচ্ছে। স্থানীয়রা বলছেন হাসপাতালের একটা বড় হলে আশ্রয় নিয়েছিলেন কয়েকশো মানুষ। অসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মীরা জানাচ্ছেন ইসরায়েলি বিমান হামলার কারণেই ওই বিস্ফোরণ ঘটে। কয়েকশো মানুষ ধ্বংস্তূপে আটকিয়ে পড়েছেন।

এক ডাক্তারের কথায়...

মধ্য গাজায় হামলার শিকার ওই হাসপাতালে কর্মরত এক চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেছে বিবিসি যিনি নিজের নাম প্রকাশ করতে চান নি। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের নিউজআওয়ার অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, হামলাস্থলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, যেখানে প্রায় চার হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, হাসপাতালের ৮০ শতাংশ কাজ বন্ধ হয়ে গেছে এবং বিস্ফোরণে শত শত মানুষ নিহত বা আহত হয়েছে। বিবিসি হাসপাতালের আরেকজন কর্মী, ব্রিটিশ ফিলিস্তিনি সার্জন অধ্যাপক ঘাসান আবু সিত্তাহর সঙ্গেও কথা বলেছে, যিনি হামলার সময় কাজ করছিলেন। হাসপাতালের কিছু অংশে আগুন লেগেছে, ছাদের কিছু অংশ পড়ে গেছে। সব খানে কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে আছে, বিবিসিকে বলেছেন মি. সিত্তাহ। গাজায় হামাস কর্তৃপক্ষের মিডিয়া দপ্তর বলছে গাজার হাসপাতালে হামলা যুদ্ধাপরাধের সামিল। তারা বিবৃতি দিয়ে বলেছে ওই হাসপাতালে কয়েকশো অসুস্থ ও আহত মানুষ ছিলেন, যারা, সম্ভবত, আগের বিমান হামলাগুলো কারণে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। বহু মানুষ এখনও ধ্বংস্তূপের নীচে আটকিয়ে আছেন, জানিয়েছে হামাস। গাজার আল আহলি হাসপাতালে বিমান হামলায় নিহতদের উদ্দেশ্যে তিন দিনের শোক পালনের ঘোষণা দিয়েছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

উবারে খাবার ডেলিভারি করা ক্রিকেটার এখন বিশ্বকাপে 'ইতিহাসের নায়ক'

ধরমশালা ঃ পল ফন মিকিরেন, এই ২০২০ সালেও একটি টুইটে লিখেছিলেন, খেলা চালিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। এখন আমি শীতের সময়টায় টিকে থাকতে উবার ইটসে ডেলিভারির কাজ করছি। ভাবতে অবাক লাগে, কীভাবে সময় বদলায়। তিনি লিখেছেন, সবসময় হাসতে থাকবেন।

এখন তিনি তার দেশের ক্রিকেট দলের জয়ে ভূমিকা রেখে ইতিহাস গড়ছেন।

ক্রিকেট বিষয়ক জনপ্রিয় পোর্টাল ইএসপিএন ক্রিকইনফো তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পুরনো টুইটটা শেয়ার করে লিখেছে, ২০২০ খাবার ডেলিভারি করতেন। ২০২৩ ইতিহাস ডেলিভারি করছেন।

মঙ্গলবার বিশ্বকাপের এক ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিয়েছে নেদারল্যান্ডস। এর আগে ২০২২ সালের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৩ রানের জয় পেয়েছিল নেদারল্যান্ডস।

তিন বছর আগে উবার ইটসে ডেলিভারির কাজ করা পল ফন মিকিরেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৪০ রান দিয়ে দুটি উইকেট নিয়েছেন, প্রথম শিকার ফর্মে থাকা এইডেন মারক্রাম, দ্বিতীয় শিকার মার্কো ইয়ানসেন, দুটিই বোল্ড। এবারে ওয়ানডে বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩৮ রানের জয় পেয়েছে ইউরোপিয়ান ক্রিকেট দলটি।

দক্ষিণ আফ্রিকা এই প্রথম কোনও সহযোগী দেশের বিপক্ষে ওয়ানডে ম্যাচে হারের মুখ দেখলো।

আর নেদারল্যান্ডস ওয়ানডে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে তাদের তৃতীয় জয় পেয়েছে। এর আগে ২০০৩ সালে নামিবিয়া ও ২০০৭ সালে স্কটল্যান্ডকে হারিয়েছিল নেদারল্যান্ডস।

ধরমশালায় বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচ অনেকটা দেরি করেই শুরু হয়।

প্রায় দুই ঘণ্টা সময় নষ্ট হওয়ায় খেলা দাঁড়ায় ৪৩ ওভারে, টসে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং শুরুটা ভালোই করেছিল টেম্বা বাভুমার দল। দক্ষিণ আফ্রিকার পেসাররা ৫০ রানের মধ্যে ডাচ ব্যাটিং লাইন আপের চার উইকেট নিয়ে নেয়।

ব্যাটিং লাইন আপের প্রথম পাঁচ ব্যাটারের কেউই ২০ রানও স্পর্শ করতে পারেনি। এরপর অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস ধীরে ধীরে ইনিংস গোছানো শুরু করেন।

তার সাথে শুরুতে সঙ্গ দেন সিব্রান্ড এঙ্গেলব্রেচট ও টেজা নিদামানুরু।

এদিকে, ১৪০ রানের মধ্যে সাত উইকেট পড়ে যাওয়ার পর নামেন রুলফ ফন ডার মারউই।

তিনি নেমে ইনিংসের গতি বাড়িয়ে দেন, দ্রুত দৌড়ে রান নেন এবং পাওয়ার হিটিংয়ের পসরা সাজিয়ে ১৯ বলে ২৯ রানের একটা ইনিংস খেলে দলীয় স্কোর ৪০ ওভারের মধ্যে ২০০ পার করতে সাহায্য করেন তিনি।

ফন পার মারউই তিনটি চার ও একটি ছক্কা হাঁকান।

তিনি মাঠে নামার পর স্কট এডওয়ার্ডসও রানের গতি বাড়ান শেষ পর্যন্ত ৬৯ বলে ৭৮ রান তোলেন তিনি।

নেদারল্যান্ডসের দশ নম্বর ব্যাটার আরিয়ান দত্ত তিন ছক্কা মেরে দলীয় স্কোর ২৪৫ এ নিয়ে যান।

২৫৫ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করে আরিয়ান দত্ত ৯ বলে ২৩ রান তোলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা এই ইনিংসের শেষ ভাগে প্রচুর মিসফিল্ডিং করে এবং মোট ২১টি ওয়াইড বল সহ, ৩২ রান এক্সট্রা দেয় দলটি। ফন ডার মারউই পরে বল হাতে নিয়েই প্রথম ৮ বলে দুটি উইকেট নিয়েছেন। ম্যাচের আগে ফেভারিট দক্ষিণ আফ্রিকা ২৪৬ রান তাড়া করতে নেমে হুট করেই ৪৪ রানের মাথায় ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলে। ইন ফর্ম ব্যাটার ডেভিড মিলার ও হেইনরিখ ক্লাসেন ৪৫ রানের একটা জুটি গড়েন, এই জুটি ভাঙ্গেন লগান ফ্ন বিক। শেষ পর্যন্ত মিলারের ৪৩ ও কেশব মহারাজের ৪০ রানের ইনিংস দক্ষিণ আফ্রিকার হার এড়ানোর জন্য যথেষ্ট হয়নি।

আজ আফগানিস্তান মাঠে নামছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের পর আফগানিস্তান দল নিয়ে আশা বেড়েছে বিশ্লেষকদের।

১৮টি বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলে মাত্র দ্বিতীয় জয় পাওয়া আফগানিস্তান নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের আশাতেই মাঠে নামবে।

এই ম্যাচটি হবে চেন্নাইয়ে যেখানে স্পিন বোলাররা সুবিধা পেয়ে থাকেন।

এখনও পর্যন্ত অপরাজিত নিউজিল্যান্ড ইতোমধ্যে চেন্নাইয়ে এক ম্যাচ খেলেছে এবং সেখানে বাংলাদেশের বিপক্ষে বড় জয় নিশ্চিত করেছে।

আফগানিস্তানের ব্যাটিং অনেকটাই নির্ভর করবে রহমানুল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান ও রহমত শাহ'র ওপর।

২০২১ সাল থেকে আফগানিস্তানের মোট রানের ৫২.৭৯ এই তিন ব্যাটারের ব্যাট থেকে এসেছে।

তবে আফগানিস্তানের মিডল অর্ডারের অবস্থা ভালো না, ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও ১১৪ রানের উদ্বোধনী জুটির পরে ১৯০ রানের মধ্যে ৬ উইকেট হারিয়েছিল দলটি।

নিউজিল্যান্ড দল নবী মুজিব রাশিদের বোলিং কীভাবে সামলান সেটার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে, অন্যদিকে আছেন মিচেল স্যান্টনার, যৌথভাবে চলতি বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি তিনি।

চেন্নাইয়ের চিপক স্টেডিয়াম তার ঘরের মাঠের মতোই, ২০১৯ সাল থেকে স্যান্টনার চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলছেন।

বিশ্বকাপের প্রথম দুই ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু করলেও ভারতের বিপক্ষে হার দিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের খারাপ সময় শুরু হয়েছে।

এরই মধ্যে পাকিস্তান ক্রিকেট দলটিতে ভাইরাল জ্বর দেখা দিয়েছে।

অধিকাংশের জ্বর ঠিক হয়ে যাওয়ার আশা রয়েছে তবে মঙ্গলবারের অনুশীলনে দলের বেশিরভাগ সদস্যই যোগ দেননি।

পাকিস্তানের তরুণ ওপেনার আব্দুল্লাহ শফিক ফ্লু জ্বরে কোয়ারেন্টিনে আছেন।

এছাড়া শাহীন শাহ আফ্রিদি, সওদ শাকিল ও ফখর জামানেরও জ্বর আছে।

ওদিকে আহমেদাবাদে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যে গ্যালারিতে দর্শকদের আচরণের ব্যাপারে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া কিছু ভিডিওতে দেখা গেছে মোহাম্মদ রিজওয়ান প্যাভিলিয়নে ফেরার সময় দর্শকদের কেউ কেউ তার উদ্দেশ্যে 'জয় শ্রী রাম' বলেছেন।

প্রায় এক লাখের মতো দর্শক আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ভারত পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে জমায়েত হয়েছিলেন ১৪ই অক্টোবর।

এর মধ্যে গুটিকয়েক পাকিস্তান সমর্থক দেখা গেছে।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের অভিযোগে হাসান আলিকে গ্যালারি থেকে উত্যক্ত করাও রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের বৈষম্যবিরোধী নীতিমালা অনুযায়ী এই অভিযোগ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

এছাড়া পাকিস্তানের সাংবাদিক ও সমর্থকদের একটা বড় অংশ বিশ্বকাপ কভার করার জন্য ভারতের ভিসা পাননি, এটা আবারও উল্লেখ করেছে পিসিবি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি বৃহস্পতিবার 8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
19:10:2023

'মহাযাত্রা' শুরুর ঘোষণা ফখরুলের, ওবায়দুল কাদের বললেন 'দাঁড়াতে দিবো না'

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে আগামী ২৮শে অক্টোবর ঢাকায় মহাসমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ঘোষণা দিয়েছেন, ওই সমাবেশ থেকেই তাদের 'মহাযাত্রা' শুরু হবে এবং সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত তারা আর থামবে না। বুধবার বিকেলে ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির এক সমাবেশ থেকে তিনি এই ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি ২৮শে অক্টোবরের মহাসমাবেশ থেকেই সরকার বিরোধী চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ওদিকে প্রায় একই সময়ে ঢাকায় সমাবেশ করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। সেই সমাবেশে দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, তারা (বিএনপি) অবরোধ করবে, আমরাও পাল্টা অবরোধ করবো। দাঁড়াতে দিবো না। তিনি বলেন, পশ্চিমারা নাকি বিএনপিকে উসকাচ্ছে কিন্তু তাদের চারপাশেই এখন অশান্তির আগুন। 'তবে নির্বাচনে বারা বাধা দেয় তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হয় সেটা আমরাও দেখতে চাই, বলেছেন মি.কাদের। ঢাকায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের কারণে শহরজুড়ে গাড়ি যানজট তৈরি হয় এবং এজন্য বিভিন্ন জায়গায় দীর্ঘ সময় যানজটে পড়ে দুর্ভোগে পোহাতে হয়েছে মানুষকে।

প্যালেস্টানিয়ান ইসলামিক জিহাদ কারা এবং হামাসের সাথে কী সম্পর্ক

গাজা (এজেন্সী) ঃ ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী গাজার হাসপাতালে হামলার জন্য প্যালেস্টানিয়ান ইসলামিক জিহাদ বা পিআইজেকে দায়ী করে বলেছে এ সংগঠনটির ছোঁড়া রকেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েই ওই ঘটনা ঘটেছে।

তবে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী এই সশস্ত্র সংগঠনটি ইতোমধ্যেই এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। হামাস ও মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ ওই হামলার জন্য ইসরায়েলকেই দায়ী করেছে।

ভয়াবহ ওই হামলায় পাঁচশর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং এ ঘটনায় বিশ্বজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।

পিআইজে এর আগেও বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় এসেছে ইসরায়েল লক্ষ্য করে হামলা চালানোর জন্য।

কারা এই পিআইজে?

হামাসের হামলার ঘটনার পর ইসরায়েল এখন গাজায় স্থল অভিযান শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরকম সময়ে হাসপাতালে হামলা আর হতাহতের ঘটনায় ইসরায়েল পিআইজেকে দায়ী করার পর সংগঠনটি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হলেও এটি আসলে গাজা উপত্যকার দ্বিতীয় বৃহত্তম সশস্ত্র গোষ্ঠী।

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পিআইজে মূলত সুন্নি ইসলামপন্থীদের সশস্ত্র সংগঠন যারা একটি ইসলামি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের শপথ নিয়েছে।

তবে হামাসের মতো এটিও ইরান সমর্থিত বলে পশ্চিমা গণমাধ্যমে বলা হয়।

তাদের মতো এটি একই রকম ইসলামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী, যারা রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলকে ধ্বংস করার লক্ষ্য ঘোষণা করছে। কারণ তারা মনে করে ফিলিস্তিনি ভূমিতে অন্যায়ভাবে ইসরায়েল রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে।

১৯৭৯ সালে এই সংগঠনটি এক সময় মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের একটি শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। সশস্ত্র এই সংগঠনটি মূলত ইরানের বিপ্লব থেকে উদ্দীপ্ত এবং ইরান ছাড়াও সিরিয়া ও লেবাননের হেজবুল্লাহ থেকেও তারা সমর্থন পেয়ে আসছে।

পিআইজের প্রতিষ্ঠাতা ফাথি শাকাকি ও আবদ আল আজিজ আওদা আগে মুসলিম ব্রাদারহুডেরই সদস্য ছিলেন এবং তারা দুজনই মনে করতেন মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড ফিলিস্তিন বিষয়ে পুরোপুরি

অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়।

১৯৮১ সালে মিশরের তখনকার প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত হত্যাকাণ্ডের পর মিশর সরকার পিআইজেকে গাজার দিকে সরিয়ে দেয়। কারণ ততদিনে পিআইজে মুসলিম ব্রাদারহুড থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে সংগঠনটিকে তাদের সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকাভুক্ত করে এবং এর সেক্রেটারি জেনারেলকে ২০১৪ সালে বিশেষভাবে চিহ্নিত বৈশ্বিক সন্ত্রাসী হিসেবে ঘোষণা করে।

ইসলামিক জিহাদ বা পিআইজে গাজার আরেক সশস্ত্র সংগঠন হামাসের থেকে আলাদাভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। কিন্তু নিজেদের প্রয়োজন মতো কার্যক্রম চালানোর সক্ষমতা তাদের রয়েছে বলেই মনে করা হয়।

সংগঠনটির আলাদা সামরিক শাখা আছে যার নাম আল কুদস ব্রিগেড এবং তাদেরও নিজস্ব রকেট ভাণ্ডার আছে। হামাসের চেয়ে এ সংগঠনটিকে আরও উগ্রপন্থী বলে বিবেচনা করা হয়।

নব্বইয়ের দশক থেকে ইসরায়েলের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে টার্গেট করে অনেক হামলার সাথেই এ সংগঠনটির নাম উঠে এসেছিলো।

তবে কখনো কখনো হামাসের সাথে সমন্বয় করেও তারা কর্মকাণ্ড চালায়। যদিও ইসরায়েলের সাথে লড়াইয়ের কৌশল কি হবে, তা নিয়ে দুই সংগঠনের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

ইসরায়েল, গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর ছাড়াও সিরিয়া ও লেবাননেও এই সংগঠনের উপস্থিতি আছে। এছাড়া ইরানে তাদের অফিস আছে।

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিক থেকে শুরু করে পরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বেশ কিছু আত্মঘাতী হামলার সাথে এই গোষ্ঠীর জড়িত থাকার কথা শোনা যায়।

হামাসের মতো পিআইজেও ১৯৯৩ সালের অসলো শান্তি চুক্তির বিরোধী। ফিলিস্তিনিদের মধ্যে মতবিরোধের কারণে ওই শান্তি চুক্তি এখন পর্যন্ত কার্যকর যায়নি।

এমনকি শান্তি চুক্তিকে ফিলিস্তিনিদের নেতৃত্ব দেয়া পিএলওর বর্তমান নেতা মাহমুদ আব্বাসের গাজার ওপর কার্যত কোন কর্তৃত্বই নেই। বরং ২০০৭ সালে স্থানীয় নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে গাজার কর্তৃত্ব নিয়ে নিয়েছিলো হামাস।

অন্যদিকে ১৯৯৪ সালে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ গঠনের পর থেকে বেশীরভাগ নির্বাচন পিআইজে বয়কট করে আসছে।

ফিলিস্তিন ভিত্তিক সশস্ত্র সংগঠনগুলোর তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করেন এমন বিভিন্ন সংস্থার দাবি অনুযায়ী পিআইজের হাতে বহনযোগ্য এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, মর্টার, ড্রোন এবং অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল আছে বলে মনে করা হয়।

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের টার্গেট লক্ষ্য করে অনেক সময় পিআইজে ছোট অস্ত্র, মর্টার ও রকেট ব্যবহার করেছে।

তবে গাজায় তাদের বড় ধরনের প্রথম আক্রমণ হয়েছিলো ১৯৮৭ সালে।

সেই সময় তারা একজন ইসরায়েলি মিলিটারি পুলিশ ক্যাপ্টেনকে হত্যা করে। এটি ঘটেছিলো প্রথম ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদার কয়েক মাস আগে।

পরের বছর তারা গাজা থেকে লেবাননের দিকে সরে যায়, যেখানে তারা হেজবুল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলে এবং ইরানের রিভলিউশনারী গার্ড থেকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ লাভ করে।

এর দু'বছর পর সশস্ত্র এই গোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক সদর দপ্তর সিরিয়ার দামেস্কে সরিয়ে নেয়া হয়।

পিআইজের বড় ধরনের হামলার ঘটনাগুলোর মধ্যে কয়েকটি বেশ উল্লেখযোগ্য।

এর একটি হলো ১৯৯৪ সালে পিআইজে সদস্যদের একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা, যেখানে নয় জন নিহত হয়েছিলো।

পিআইজের আত্মঘাতী বোমা হামলায় ১৯৯৫ সালে ইসরায়েলের ভেতরে ১৮ জন সৈন্য নিহত হয়।

পরের বছর তেল আবিবের একটি শপিং মলে আরেকটি আত্মঘাতী বোমা হামলায় তের জন মারা যায়। এছাড়া ২০০৩ সালে হাইফা রেস্টুরেন্টে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ২২ জন নিহত হয়েছিলো।

দুই হাজার বাইশ সালের সালের অগাস্টে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল বিমান হামলা চালিয়ে পিআইজের একজন নেতাকে হত্যার পর তিন দিন ধরে উভয়পক্ষের মধ্যে লড়াই চলেছিল।

২০২১ সালের ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সহিংসতার পর এটা ছিলো বড় ধরনের সহিংসতার ঘটনা।

হামাস ও হেজবুল্লাহর মতো পিআইজের অর্থায়নে ইরান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া বাশার আল আসাদের নেতৃত্বাধীন সিরিয়া সরকারও এ সংগঠনটিকে সহায়তা দিয়ে আসছে।

আবার হামাসের সহযোগিতা নিয়েও পিআইজে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে রকেট হামলা চালিয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

এসব কর্মকাণ্ড পিআইজেকে চলমান ফিলিস্তিন ইসরায়েল সংকটে গুরুত্বপূর্ণ 'খেলোয়াড়ে' পরিণত করেছে।

'ইসরায়েল গাজা যুদ্ধে অন্য দেশগুলিও জড়িয়ে পড়তে পারে কি?'

গাজা ঃ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলের সম্ভাব্য অভিযানের দিকে এখন সবার নজর। এই সংঘাত কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে মোড় নেবে? হামাস কি যুদ্ধাপরাধী? মিশরই বা কেন মুসলমান প্রতিবেশীদের প্রবেশপথ বন্ধ করে রেখেছে?

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা পাঠকদের কাছ থেকে এরকমই শত শত প্রশ্ন পেয়েছে বিবিসি। তারা জানতে চান, যে এই সংঘর্ষের পরিণাম কি হবে, এর প্রভাব কতখানি পড়তে পারে এবং অন্য দেশগুলি এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে পারে কিনা?

এই মুহূর্তে বিবিসির যে সাংবাদিকরা ইসরায়েল গাজার রণাঙ্গনে রয়েছেন, সেখান থেকেই তারা পাঠকদের সবচেয়ে বেশি জানতে চাওয়া কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

ব্রিটেনের স্কেলমাসদেল থেকে ক্রেইগ জনসন জানতে চেয়েছেন, যদি ইরান সরাসরি এই সংঘর্ষে জড়িত হয়, তাহলে কি যুক্তরাষ্ট্র এবং

তাদের মিত্র দেশগুলিও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে? এর ফলে কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হতে পারে?

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে যখন জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, ইরান বা তার লেবাননি মিত্র হেজবুল্লাহ গোষ্ঠীর এই যুদ্ধে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা আছে কী না, তার উত্তরে তিনি বারবার বলেছেন যে, তারা যেন কিছুতেই এর মধ্যে না ঢোকে।

ইরানকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার কড়া বার্তা দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি দুটি যুদ্ধবিমান বহনকারী জাহাজ পাঠিয়েছে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, যদি কেউ এতে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে তাদের শুধু ইসরায়েল নয়, মার্কিন সৈন্যদের মোকাবিলাও করতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যের একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্র এবং তাদের মিত্রদের দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্য অংশটির ওপর প্রভাব রয়েছে ইরান ও তাদের সমর্থক গোষ্ঠীর। যুদ্ধের ঝুঁকি সম্পর্কে উভয় পক্ষই সচেতন। তারা এও জানে, স্নায়ু যুদ্ধ থেকে যদি তা সম্মুখ সমরে পরিণত হয়, তাহলে তা মধ্যপ্রাচ্যের সংঘর্ষকে আরও বড় করে তুলবে এবং সারা বিশ্বেই তার প্রভাব পড়বে।

'স্কটিশ বর্ডার্স' এলাকা থেকে লুসিয়ানো সিসি জানতে চেয়েছেন, 'যে স্থলযুদ্ধের আশঙ্কা করা হচ্ছে, তার পেছনে ইসরায়েলের মূল উদ্দেশ্য কী?'

অতীতের যুদ্ধগুলিতে ইসরায়েল 'হামাসকে কঠোরভাবে আঘাত করার' অঙ্গীকার করেছিল, যাতে তাদের পক্ষে ইসরায়েলে রকেট নিক্ষেপের ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সঙ্গে তাদের ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গগুলিও যাতে ধ্বংস হয়।

কিন্তু এবারের ব্যাপারটা অন্যরকম। ইসরায়েল 'হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার' অঙ্গীকার করছে এবং এমনভাবে তারা হামাসকে সমূলে উপড়িয়ে ফেলতে চায়, যেমনটা করা হয়েছির ইসলামিক স্টেটকে।

হামাসের অবকাঠামো ধ্বংস করা, সুড়ঙ্গ গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং তাদের কমান্ড ও কন্ট্রোল নেটওয়ার্ককে পঙ্গু করে দেওয়ার মতো সামরিক শক্তি ইসরায়েলের রয়েছে।

তবে গাজায় কী অপেক্ষা করছে সে সম্পর্কে ইসরায়েল কতটুকু জানে তা স্পষ্ট নয়। ইসরায়েলি নিরাপত্তা সম্পর্কে অভাবনীয় রকম নিখুঁত তথ্য, যা দিয়ে তারা ইসরায়েলের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিতে পেরেছে, হামাসের সেই সামরিক শক্তি ইসরায়েলিদের হতচকিত করে দিয়েছে।

হামাসও সম্ভবত একইরকম ভাবে প্রস্তুত কারণ তারা ভাল করেই জানে যে ইসরায়েলের দিক থেকে কী হিংস্র প্রতি আক্রমণ হবে।

তবে ইসলামিক স্টেট গ্রুপের থেকে হামাস কিছুটা আলাদা। হামাস হলো এমন একটি সংগঠন যারা রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবেই ফিলিস্তিনি সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। একটি সামরিক আক্রমণ হয়তো তাদের অবকাঠামো বা স্থাপনা বিধ্বস্ত করতে পারে কিন্তু তাদের পুরো শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবে না। এর ফলে হামাসের অনেক সদস্য হয়তো আদর্শের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার ইচ্ছা আরও জোরালো হয়ে উঠবে।

যুক্তরাজ্যের অ্যান্ড্রু পার্কার প্রশ্ন করেছেন, হামাসের প্রাথমিক আক্রমণের লক্ষ্য কী ছিল?

হামাসের মুখপাত্র মোহাম্মদ আলদেইফ এর কারণ হিসেবে বলেছিলেন, 'যথেষ্ট হয়েছে'। তিনি বলেন, গাজা ও পশ্চিম তীরে ইসরায়েলিদের ক্রমাগত উস্কানি আর তাদের হাতে ফিলিস্তিনিদের অপমানের জবাবে এই হামলা চালানো হয়েছে।

ইসলাম একটি ধর্মবিশ্বাস, কিন্তু সবসময়ে তা জাতীয় নিরাপত্তার রাজনীতির বাইরে বের হতে পারে না। আমি নিশ্চিত যে লক্ষ লক্ষ মিশরীয় মুসলমান চাইছেন যাতে গাজার বেসামরিক নাগরিকদের দুর্দশা কমে। কিন্তু স্বাভাবিক সময়তেও মিশরের সরকার গাজা থেকে রাফাহ ক্রসিং দিয়ে নিয়মিত প্রবেশের অনুমতি দেয় না। হামাস যখন ২০০৭ সালে গাজা দখল করে, তারপর থেকে ইসরায়েলের গাজা অবরোধে মিশরও কিছুটা অংশ নিয়েছিল। হামাসের শিকড় রয়েছে প্রায় এক শতাব্দী আগে মিশরে গড়ে ওঠা 'মুসলিম ব্রাদারহুড'এই। ইসলামী শিক্ষা ও বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে চায় 'ব্রাদারহুড'। মিশরের সেনাবাহিনী অবশ্য এর বিরোধিতা করে। একজন নির্বাচিত মুসলিম প্রেসিডেন্টকে ২০১৩ সালে ক্ষমতাচ্যুত করে তারা। মিশরের বর্তমান সরকারের সঙ্গে হামাসের সম্পর্ক রয়েছে এবং একটা সময়ে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমও ছিল তারা। কিন্তু তারা ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের ঢল চায় না।

সদ্য স্বাধীন হওয়া ইসরায়েল যখন জবরদস্তি তাড়িয়ে দেওয়া শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য গাজায় যে সব শিবির গড়া হয়েছিল, ৭৫ বছর পরে এখনও সেগুলো টিকে আছে।

যুক্তরাজ্য থেকে সাইমন জিজ্ঞাসা করেছেন, পুতিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। হামাস নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও কেন একই প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না? এটা কি বড় ধরনের যুদ্ধাপরাধ ছিল না?

ইসরায়েল সাতই অক্টোবরের আগে হামাসের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি যদিও বহু বছর ধরে দফায় দফায় সংঘাত বেঁধেছে। ইসরায়েলের জন্য এটা যুদ্ধ নয়, এটা ছিল সন্ত্রাসী হামলা।

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার তার নিজস্ব কায়দায় ন্যায়বিচার চালাচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই গণহত্যার জন্য দায়ী বলে তারা মনে করে, এমন দুজন হামাস কমান্ডারকে ইসরায়েল হত্যা করেছে। নিঃসন্দেহে তারা আরো অনেককে হত্যার চেষ্টা করবে। কাতার ও লেবাননে বসবাসরত সংগঠনটির রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, কারও মতে যারা ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামলা চালানোর যে পরিকল্পনা সামরিক শাখা করেছে, সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

লন্ডন থেকে সাদুল হক প্রশ্ন করেন,সবাই যদি এটা মেনে নেয় যে সাম্প্রতিক হামলাগুলোয় ইসরায়েল বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করছে এবং আরও করবে, তাহলে কেন জাতিসংঘ আর অন্যান্য দেশ হস্তক্ষেপ করছে না?

অনেক দেশ ইসরায়েলকে তাদের বিমান হামলা বন্ধ করার কথা না বলার প্রধান কারণ হল হল তারা এটা স্বীকার করে যে ওই দেশটির ওপরে হামাস আক্রমণ করেছে এবং আত্মরক্ষার অধিকার তাদের আছে। ইসরায়েল কীভাবে আত্মরক্ষা করবে, সেই পদ্ধতিতে সংযম দেখানোর কথা বলছে বিভিন্ন দেশ। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেন, 'আমি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময়ে বলেছি যে বেসামরিক মানুষের ওপরে যাতে সবথেকে কম প্রভাব পড়ে, সেই চেষ্টা করতে হবে। জাতিসংঘও ইসরায়েলকে বেসামরিক হতাহতের ঘটনা এড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও মানবাধিকার আইনকে অবশ্যই সম্মান জানাতে ও তুলে ধরতে হবে। বেসামরিক নাগরিকদের অবশ্যই রক্ষা করতে হবে এবং তাদের কখনও মানবঢাল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।'